ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

যুবায়ের আলী যাঈ

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

যুবায়ের আলী যাঈ

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬৯

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

دین میں تقلید کا مسئلہ

(حكم التقليد في الإسلام)

تأليف: زبير علي زئي

الترجمة البنغالية: أحمد الله

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

রামাযান ১৪৩৮ হি.

আষাঢ় ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

জুন ২০১৭ খ্রি.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Islame Taqleeder Bidhan by **Zubair Ali Zai,** Translated into Bengali by **Ahmadullah**. Published by**: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
ভূমিকা	০৬
ইসলামে তাক্বলীদের বিধান	০৮
তাক্বলীদের আভিধানিক অর্থ	০৮
তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ	০৯
(মুক্বাল্লিদদের) একটি চালাকি	২১
তাক্বলীদের অন্তর্নিহিত মর্মের সারাংশ	২৪
(১) তাক্বলীদে গায়ের শাখছী (তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব)	২৪
(২) তাক্বলীদে শাখছী	২৫
কুরআন মাজীদ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন	৩৪
হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন	৩৬
ইজমার মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন	৩৯
ছাহাবীদের আছার দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন	৪০
সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যের মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন	৪২
আমীন উকাড়বীর দশটি মিথ্যাচার	৫৩
তাক্বলীদ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব	৫৯
তাক্বলীদে শাখছীর ক্ষতিসমূহ	৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন (كلمة الناشر)

নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় বাধা হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। এর ফলে মানুষ আর একজন মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে পড়ে। অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। এমনকি তার যে কোন ভুল হ'তে পারে এই ধারণাটুকুও অনেক সময় ভক্তের মধ্যে লোপ পায়।

মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক নবীকেই স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের মুকাবিলা করতে হয়েছে। আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'র সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে সমাজের লালিত সত্যের (?) বিরোধিতা করতে হয়েছে। ফলে কখনো তাঁদের মার খেতে হয়েছে, কখনো অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কখনো দেশ ছাড়তে হয়েছে, কখনো জীবন দিতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এই মর্মে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর কওমকে আল্লাহ্র ইবাদত ও নবীর অনুসরণের আহ্বান জানালেন, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল এবং যাতে তারা তাদের অনুসরণীয় ধর্মনেতা অদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক্ব, নাস্র প্রমুখের অনুসরণ থেকে বিরত না হয়, সেজন্য যিদ করল *(নূহ ৭১/২৩)*। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পরম ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে (অনধিক মাত্র চল্লিশ বা আশি জনের) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি নবীর আহ্বানে সাড়া দেন। বাকী সবাই প্রচলিত তাক্বলীদী কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ থাকে। অবশেষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পাঠানো প্লাবনের গযবে দুনিয়া গারত হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে পিতা ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সকলকেই এই তাক্বলীদী গোঁড়ামীর মুকাবিলা করতে

হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কওম স্ব স্ব বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে নবীর আনীত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি তারা এটা বলবে?' *(লোকমান ৩১/২১; বাক্বারাহ ২/১৭০)*।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ তাক্বলীদের অসারতা প্রমাণে 'দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা' (دین میں تقلید کا مسئلہ) শিরোনামে উর্দূতে একটি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করেন। সম্প্রতি গবেষণা মাসিক 'আত-তাহরীক' পত্রিকায় উক্ত পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ ৫ কিস্তিতে (নভেম্বর-ডিসেম্বর'১৬ এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ও মে'১৭) প্রকাশিত হয় এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা সেটিকে পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের সুবিধার্থে উক্ত গ্রন্থের কিছু গুরুগম্ভীর ও জটিল আলোচনা (পৃঃ ৫২-৮০) বাদ দিয়েছি।

নবীন অনুবাদক আহমাদুল্লাহ পুস্তকটি উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম এটির সম্পাদনা করেছেন। অতঃপর মাননীয় পরিচালকের হাতে পরিমার্জিত হয়ে বইটি প্রকাশিত হ'ল। আমরা তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাঁদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রার্থনা করছি। এই সাথে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে উত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। দ্বীনে হকের প্রচার ও প্রসারে আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন- আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين، أما بعد :

চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া, দলীল ও প্রমাণ ব্যতীত নবী ছাড়া অন্য কারো কথা মানাকে (এবং সেটাকে নিজের উপর আবশ্যিক মনে করাকে) তাক্বলীদ (মুত্বলাক বা নিঃশর্ত তাক্বলীদ) বলা হয়।

তাক্বলীদের একটি প্রকার হ'ল তাক্বলীদে শাখছী। যাতে মুক্বাল্লিদ প্রকারান্তরে (আমলের ক্ষেত্রে) এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, 'মুসলমানদের উপর চার ইমামের (মালেক, শাফেঈ, আহমাদ ও আবু হানীফা) মধ্য থেকে শুধুমাত্র একজন ইমামের (যেমন- পাক-ভারতে ইমাম আবু হানীফার) (দলীলবিহীন এবং ইজতিহাদী রায় সমূহের) তাক্বলীদ ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট তিন ইমামের তাক্বলীদ হারাম'।

তাক্বলীদের এ দু'টি প্রকার[১] বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত। যেমনটি কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

সম্মানিত শিক্ষক হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ তাক্বলীদের (শাখছী এবং গায়ের শাখছী) খণ্ডনে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেন, 'আল-হাদীছ' (হাযরো) পত্রিকায় পাঁচ কিস্তিতে যেটি প্রকাশ করা হয়েছিল *(সংখ্যা ৮-১২)*।

এখন সকলের উপকারের জন্য উক্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটিকে সামান্য সংশোধন ও সংযোজন সহ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণের নিমিত্তে প্রকাশ করা হ'ল।

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে মানুষদেরকে তাক্বলীদের অন্ধকার থেকে বের করে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপর পরিচালিত করেন-আমীন!

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান' *(মায়েদাহ ৫/৪০)*।

---

১. তাক্বলীদ দুই প্রকার (১) তাক্বলীদে শাখছী (২) তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব তথা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদের পরিবর্তে একেক মাসআলায় একেকজন ইমামের তাক্বলীদ করা। তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব এবং তাক্বলীদে গায়ের শাখছী একই জিনিস। নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির তাক্বলীদ করাকে 'তাক্বলীদে শাখছী' বলা হয়। -অনুবাদক।

জ্ঞাতব্য : আহলেহাদীছ-এর (মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ জনগণ) তাক্বলীদপন্থীদের (যেমন-দেওবন্দী, ব্রেলভী ও তাদের মত অন্য লোকদের) সাথে ঈমান, আক্বীদা এবং উছূলের পর একটি মৌলিক মতপার্থক্য হ'ল তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে। তাক্বলীদপন্থী আলেমগণ এই মৌলিক মতভেদপূর্ণ বিষয়টি থেকে পালানোর পথ বেছে নিতে গিয়ে চতুরতার সাথে তাক্বলীদে মুত্বলাকের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা ও বাহাছ-মুনাযারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কখনো তাক্বলীদে শাখছী বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক এবং তাহক্বীক্বের জন্য প্রস্তুত হন না। আশরাফ আলী থানবী ছাহেব যার পা ধোয়া পানি পান করা (দেওবন্দীদের নিকটে) আখেরাতে নাজাতের কারণ,[২] তিনি বলেছেন, 'কিন্তু তাক্বলীদে শাখছীর উপর তো কখনো ইজমাও হয়নি'।[৩]

তাক্বলীদে শাখছী সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ছাহেব লিখেছেন, 'এটি কোন শারঈ বিধান ছিল না। বরং একটি ইনতেযামী ফৎওয়া ছিল'।[৪]

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, এই শরী'আত বিবর্জিত বিধানকে ঐ লোকগুলি নিজেদের উপরে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরে থেকেছেন।

আহমাদ ইয়ার না'ঈমী (ব্রেলভী) লিখেছেন, 'শরী'আত ও তরীকত দু'টিরই চার চারটি সিলসিলা অর্থাৎ হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী। এভাবে কাদেরী, চিশতী, নকশাবন্দী, সোহরাওয়ার্দী। এ সকল সিলসিলা একেবারেই বিদ'আত'।[৫]

দুঃখের বিষয় এসব লোক নিজেদের বিদ'আতী হওয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও বিদ'আতকে ভাগ করে কিছু বিদ'আতকে নিজের বুকের উপরে সাজিয়ে বসে আছেন।

এক্ষণে তাক্বলীদ (শাখছী ও গায়ের শাখছী) বিষয়ে দলীলভিত্তিক বিস্তারিত খণ্ডনের জন্য এ গ্রন্থটি 'দ্বীন (ইসলাম) মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলা' অধ্যয়ন শুরু করুন। *অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ।*

-ফযলে আকবর কাশ্মীরী (১৩ই রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ)।

---

২. তাযকিরাতুর রশীদ ১/১১৩ পৃঃ।
৩. ঐ, ১/১৩১ পৃঃ।
৪. তাক্বলীদ কী শারঈ হায়ছিয়াত (ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৬৫।
৫. জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ) ১/২২২, 'বিদ'আতের প্রকারভেদ সমূহের পরিচয় ও আলামাত'।

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক তাঁর বিশ্বস্ত রাসূলের উপর। অতঃপর আহলেহাদীছ ও তাক্বলীদপন্থীদের মাঝে একটি মৌলিক মতভেদপূর্ণ বিষয় হ'ল তাক্বলীদ। এই প্রবন্ধে (গ্রন্থে) তাক্বলীদের মাসআলার পর্যালোচনা এবং শেষে মাস্টার মুহাম্মাদ আমীন উকাড়বী দেওবন্দী ছাহেবের সংশয় ও ভুল-ভ্রান্তিগুলোর জবাব পেশ করা হ'ল।

তাক্বলীদের উপর আলোচনা করার পূর্বে এর অন্তর্নিহিত মর্ম জানা অত্যন্ত যরূরী।

তাক্বলীদের আভিধানিক অর্থ :

একটি প্রসিদ্ধ অভিধান 'আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব'-এ লিখিত আছে,

وقلَّد فلانًا : اتَّبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل–

'সে অমুক ব্যক্তির তাক্বলীদ করল : দলীল এবং প্রমাণ ছাড়া তার কথা বা কাজের আনুগত্য করল'।[৬]

দেওবন্দীদের নির্ভরযোগ্য অভিধান 'আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ'-এ লিখিত আছে- قلد... فلانا 'তাক্বলীদ করা, বিনা দলীলে অনুসরণ করা, চোখ বন্ধ করে কারো পিছনে চলা'।[৭]

التقليد : 'চিন্তা-ভাবনা না করে বা বিনা দলীলে (১) অনুসরণ (২) অনুকরণ (৩) সোপর্দকরণ'।[৮]

'মিছবাহুল লুগাত' *(পৃঃ ৭০১)* গ্রন্থে লিখিত আছে, وقلده في كذا 'চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে তার অমুক কথার অনুসরণ করেছে'।

---

৬. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (ইস্তাম্বুল, তুরস্ক : দারুদ দাওয়াহ), পৃঃ ৭৫৪।
৭. আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ (লাহোর, করাচী : ইদারায়ে ইসলামিয়াত), পৃঃ ১৩৪৬।
৮. ঐ।

Contents

খ্রিষ্টানদের 'আল-মুনজিদ' অভিধানে আছে, قلده في كذا 'কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কারো অনুসরণ করা'।[৯]

'হাসানুল লুগাত (জামে') ফারসী-উর্দূ' অভিধানে লিখিত আছে, 'বিনা দলীলে কারো অনুসরণ করা'।[১০]

'জামে'উল লুগাত' (উর্দূ) অভিধানে আছে, 'তাক্বলীদ : আনুগত্য করা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা, তদন্ত ছাড়াই কারো অনুসরণ করা'।[১১]

অভিধানের এ সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাসমূহের সংক্ষিপ্তসার এই যে, (দ্বীনের মধ্যে) চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই চোখ বন্ধ করে, দলীল-প্রমাণ ব্যতীত এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তির (যিনি নবী নন) অনুসরণ ও আনুগত্য করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

জ্ঞাতব্য : অভিধানে তাক্বলীদের আরো অর্থ আছে। তবে দ্বীনের মধ্যে তাক্বলীদের এটাই মর্ম, যা উপরে বর্ণনা করা হ'ল।

তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ :

হানাফীদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'মুসাল্লামুছ ছুবূত'-এ লিখিত আছে,

التقليد : العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلي النبي عليه الصلاة والسلام أو إلي الإجماع ليس منه وكذا العامي إلي المفتي والقاضي إلي العدول لإيجاب النص ذلك عليهما لكن العرف علي أن العامي مقلد للمجتهد، قال الإمام : وعليه معظم الأصوليين-

'তাক্বলীদ : (নবী ব্যতীত) অন্য কারো কথার উপর দলীল-প্রমাণ ছাড়া আমল করা। যেমন সাধারণ মানুষ (মূর্খ) তার মত আরেকজনের এবং মুজতাহিদের তার মত আরেকজন মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করা। তবে নবী করীম (ছাঃ) বা ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এই (তাক্বলীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে

৯. আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) (করাচী : দারুল ইশা'আত), পৃঃ ৮৩১।
১০. হাসানুল লুগাত, পৃঃ ২১৬।
১১. জামে'উল লুগাত, (করাচী : দারুল ইশা'আত), পৃঃ ১৬৬।

সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা (তাক্বলীদ নয়)। কেননা দলীল এ দু'টিকে ওয়াজিব করেছে। কিন্তু প্রচলিত আছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের মুক্বাল্লিদ। (শাফেঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত) ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'এই (সংজ্ঞার) উপরেই অধিকাংশ উছূলবিদ (একমত) আছেন'।[১২]

হানাফীদের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ 'ফাওয়াতিহুর রাহমূত'-এর মধ্যে লিখিত আছে,

(فصل: التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمراد بالحجة حجة من الحجج الأربع وإلا فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامي) من المجتهد (و) أخذ (المجتهد من مثله فالرجوع الي النبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام او الي الاجماع ليس منه) فإنه رجوع الي الدليل (وكذا) رجوع (العامي الي المفتي والقاضي الي العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا، وان كان العمل بما أخذوا بعده تقليدا (لا يجاب النص ذلك عليهما) فهو عمل بحجة لا بقول الغير فقط (لكن العرف) دل (علي ان العامي مقلد للمجتهد) بالرجوع اليه. (قال الامام) امام الحرمين (وعليه معظم الاصوليين) وهو المشتهرالمعتمد عليه-

'(অনুচ্ছেদ : নবী ব্যতীত অন্য কারো কথার উপর দলীল ছাড়া আমল করাকে তাক্বলীদ বলে)। এটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত। আর হুজ্জাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল চারটি দলীলের একটি। নতুবা মুজতাহিদের বক্তব্য তার (সাধারণ মানুষ) জন্য দলীল ও হুজ্জাত। যেমন সাধারণ মানুষের মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা এবং মুজতাহিদের তার মত অন্য আরেকজন মুজতাহিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা। আর নবী করীম (ছাঃ) এবং ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটি দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তন। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীদের দিকে

১২. মুসাল্লামুছ ছুবূত (ছাপা : ১৩১৬ হিঃ), পৃঃ ২৮৯; ফাওয়াতিহুর রাহমূত ২/৪০০।

প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। যদিও পরবর্তীগণ এই আমলকে তাক্বলীদ বলেছেন। কিন্তু এই (তাক্বলীদ না হওয়া আমল)-এর আবশ্যকতা দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। এজন্য এটি দলীলের উপর আমল, নবী ব্যতীত অন্যের কথার উপর আমল নয়। কিন্তু 'উরফ' (সামাজিক প্রথা) নির্দেশ করেছে যে, সাধারণ মানুষ মুজতাহিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কারণে তারা মুক্বাল্লিদ হয়। ইমামুল হারামাইন বলেছেন, এর উপর অধিকাংশ উছূলবিদ রয়েছেন (যে এটি তাক্বলীদ নয়)। আর এটি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত'।[১৩]

কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃঃ ৮৬১ হিঃ) লিখেছেন,

مَسْأَلَةُ التَّقْلِيد الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ-

'তাক্বলীদের মাসআলা : ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীলবিহীন আমল করাকে তাক্বলীদ বলে, যার কথা (চারটি) দলীলের মধ্য হ'তে একটি নয়। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১৪]

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু আমীর আল-হাজ্জ (হানাফী, মৃঃ ৮৭৯ হিঃ) লিখেছেন,

(مَسْأَلَةُ التَّقْلِيدِ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ) الْأَرْبَعِ الشَّرْعِيَّةِ (بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا فَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِجْمَاعُ مِنْهُ) أَيْ مِنَ التَّقْلِيدِ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ، وَكَذَا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى هَذَا عَمَلُ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَعَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِحْدَى الْحُجَجِ فَلَيْسَ الْعَمَلُ بِهِ بِلَا حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِإِيجَابِ النَّصِّ أَخْذَ الْعَامِّيِّ بِقَوْلِ الْمُفْتِي وَأَخْذَ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ- [١٥]

---

১৩. ফাওয়াতিহূর রাহমূত বি-শারহি মুসাল্লামিছ ছুবূত ফী উছূলিল ফিক্বহ ২/৪০০।
১৪. ইবনু হুমাম, তাহরীর ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩।
১৫. আত-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর ফী ইলমিল উছূল ৩/৪৫৩, ৪৫৪।

[**জ্ঞাতব্য :** এ বক্তব্যের সারমর্মও ওটাই, যা পূর্বের উদ্ধৃতিতে আছে। অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।]

ক্বাযী মুহাম্মাদ আ'লা থানবী হানাফী (মৃঃ **১১৯১** হিঃ) লিখেছেন,

التقليد... الثاني العمل بقول الغير من غير حجة واريد بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبا ولذا قيل في بعض شروح الحسامي التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلي الدليل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل كأخذ العامى والمجتهد بقول مثله أي كأخذ العامى بقول العامي واخذ المجتهد بقول المجتهد وعلي هذا فلا يكون الرجوع إلي الرسول عليه الصلاة والسلام تقليدا له وكذا إلي الإجماع وكذا رجوع العامى إلي المفتي أي الي المجتهد وكذا رجوع القاضي إلي العدول في شهادتهم لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجزة والإجماع بما تقرر من حجته وقول الشاهد والمفتي بالاجماع...[١٦]

[**জ্ঞাতব্য :** এ বক্তব্যেরও সারমর্ম এটাই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের মুজতাহিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।]

আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী আল-জুরজানী হানাফী (মৃঃ ৮১৬ হিঃ) বলেছেন, (التقليد) عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل 'তাক্বলীদ হ'ল (নবী ব্যতীত) অন্য কারো কথাকে দলীল ও প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করা'।[১৭]

---

১৬. কাশ্‌শাফু ইছতিলাহাতিল ফুনূন ২/১১৭৮।
১৭. কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ২৯।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান ঈদ আল-মাহলাবী হানাফী বলেছেন,

التَّقْلِيدُ... وَفِي اِلاصْطِلَاحِ: هُوَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مِنَ الْحُجَجِ الْأَرْبَعِ فَيَخْرُجُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَخَرَجَ أَيْضًا رُجُوعُ الْقَاضِي إِلَى شَهَادَةِ الْعُدُولِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِنَ الْأَمْرِ بِالشَّهَادَةِ، وَالْعَمَلِ بِهَا، وَقَدْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ.[১৮]

[**জ্ঞাতব্য :** এই ভাষ্যেরও এটাই মর্ম যে, রাসূল (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।]

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ আল-আস'আদী বলেছেন,

তাক্বলীদ (ক) সংজ্ঞা :

(১) আভিধানিক অর্থ : গলায় কোন বস্তু পরা। (২) পারিভাষিক অর্থ : বিনা দলীলে কারো কথাকে মেনে নেয়া।

তাক্বলীদের প্রকৃত স্বরূপ এটাই। কিন্তু ফক্বীহদের নিকটে এর মর্ম হ'ল 'কোন মুজতাহিদের সকল বা অধিকাংশ মূলনীতি ও কায়েদাসমূহ অথবা সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি নিজেকে অনুগত করে নেয়া'।[১৯]

ক্বারী চান মুহাম্মাদ দেওবন্দী লিখেছেন, 'আর দলীল ছাড়া কোন কথাকে মেনে নেয়াই হ'ল তাক্বলীদ। অর্থাৎ বিনা দলীলে কোন কথার অনুসরণ করা ও মেনে নেয়া এটাই হ'ল তাক্বলীদ'।[২০]

মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দেওবন্দী লিখেছেন, 'কেননা কারো কথার দলীল জানা ব্যতীত তা গ্রহণ করার নাম তাক্বলীদ। আলেমগণ বলেছেন যে,

১৮. তাসহীলুল উছূল ইলা ইলমিল উছূল, পৃঃ ৩২৫।

১৯. উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২৬৭। এই গ্রন্থ সম্পর্কে মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী ছাহেব অভিমত লিখেছেন।

২০. গায়ের মুক্বাল্লিদীন সে চান্দে মা'রূযাত (হামীদ, আটোক : জমঈয়তে ইশা'আতুত তাওহীদ ওয়াস-সুন্নাহ), পৃঃ ১, আরয-১।

এই সংজ্ঞার আলোকে ইমামের কথাকে দলীল জেনে গ্রহণ করা তাক্বলীদ থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা তা তাক্বলীদ নয়; বরং দলীল দ্বারা মাসআলা গ্রহণ করা, মুজতাহিদের নিকট থেকে মাসআলা গ্রহণ করা নয়'।[২১]

আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দীর 'মালফূযাত' গ্রন্থে লিখিত আছে, 'এক ভদ্রলোক জানতে চান যে, তাক্বলীদের স্বরূপ কি? তাক্বলীদ কাকে বলে? তিনি বললেন, দলীল ছাড়া উম্মতের কারো কথা মানাকে তাক্বলীদ বলে। তিনি আরয করলেন যে, আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানাকেও কি তাক্বলীদ বলা হবে? (থানবী) বললেন, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মানাকে তাক্বলীদ বলা হবে না। একে ইত্তিবা বলা হয়'।[২২]

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী গাখড়ুবী লিখেছেন, 'এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট হ'ল যে, পারিভাষিকভাবে তাক্বলীদের মর্ম এই যে, যার কথা হুজ্জাত (দলীল) নয় তার কথার উপর আমল করা। যেমন- সাধারণ মানুষের জাহেলের কথা এবং মুজতাহিদের অন্য মুজতাহিদের কথা গ্রহণ করা, যা হুজ্জাত (প্রমাণ) নয়। এর বিপরীত হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। কেননা তাঁর নির্দেশ তো দলীল। আর এভাবে ইজমাও দলীল এবং একইভাবে সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা فَاسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ 'তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩)* আয়াতটির আলোকে ওয়াজিব। আর এভাবেই বিচারকের مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 'তাদের মধ্য হ'তে যাদের সাক্ষ্যে তোমরা সন্তুষ্ট থাকো' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* ও يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ 'আর সমান নির্ধারণের বিষয়টি ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি' *(মায়েদাহ ৫/৯৫)* দলীলগুলোর আলোকে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীদের দিকে রুজূ করাও তাক্বলীদ নয়। কেননা শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তার কথা দলীল'।[২৩]

---

২১. আপ ফৎওয়া ক্যায়সে দেঁ (করাচী : মাকতাবা নু'মানিয়া), পৃঃ ৭৬।
২২. আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহ মিনাল ইফাদাতিল ক্বওমিয়াহ/মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত ৩/১৫৯, বচন নং ২২৮।
২৩. আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ (ছাপা : ছফর ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৩৫, ৩৬।

মুফতী আহমাদ ইয়ার না'ঈমী ব্রেলভী লিখেছেন, 'মুসাল্লামুছ ছুবূত গ্রন্থে আছে- اَلتَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ অনুবাদ সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, হুযূর (আঃ)-এর অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ শারঈ দলীল। তাক্বলীদের মধ্যে শারঈ দলীলকে না দেখার প্রবণতা থাকে। সুতরাং আমাদেরকে হুযূর (আঃ)-এর উম্মত বলা হবে, মুক্বাল্লিদ নয়। একইভাবে ছাহাবায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে দ্বীন হুযূর (আঃ)-এর উম্মত, মুক্বাল্লিদ নন। এভাবে আলেমের আনুগত্য যা সাধারণ মুসলমান করে থাকে, তাকেও তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা কেউই ঐ আলেমদের কথা বা তাদের কাজকে নিজের জন্য হুজ্জাত বানায় না। বরং এটা মনে করে তাদের কথা মানে যে, আলেম মানুষ। বই দেখে বলে থাকবেন হয়ত'।[২৪]

গোলাম রাসূল সাঈদী ব্রেলভী লিখেছেন, 'তাক্বলীদের অর্থ হ'ল দলীলসমূহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কোন ইমামের কথার উপর আমল করা। আর ইত্তিবা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য যে, কোন ইমামের কথাকে কিতাব ও সুন্নাতের অনুকূলে পেয়ে এবং শারঈ দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত জেনে সেই কথাকে অগ্রাধিকার দেয়া'।[২৫]

সাঈদী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'শায়খ আবু ইসহাক্ব বলেছেন, দলীল ছাড়া কথা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা তাক্বলীদ...। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা মুজতাহিদগণের ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বা বিচারকের সাক্ষীদের বক্তব্যের আলোকে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়'।[২৬]

সাঈদী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, اَلتَّقْلِيدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ 'তাক্বলীদ হ'ল বিনা দলীলে কারো কথাকে গ্রহণ করা'।[২৭]

---

২৪. জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ), ১/১৬।
২৫. শরহ ছহীহ মুসলিম (লাহোর : ফরীদ বুক স্টল), ৫/৬৩।
২৬. ঐ, ৩/৩২৯।
২৭. ঐ, ৩/৩৩০।

সাঈদী ছাহেব লিখছেন, ‘তাক্বলীদের যতগুলি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে এই কথা শামিল আছে যে, দলীল জানা ব্যতিরেকে কারো কথার উপর আমল করা তাক্বলীদ’।[২৮]

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, ‘আর এটি সর্বসম্মত কথা যে, ইক্তিদা ও ইত্তিবা এক জিনিস আর তাক্বলীদ অন্য জিনিস’।[২৯]

জ্ঞাতব্য : এই সর্বসম্মত কথার বিপরীতে সরফরায খান ছফদর ছাহেব নিজেই লিখেছেন যে, ‘তাক্বলীদ ও ইত্তিবা একই জিনিস’।[৩০] এতে বুঝা গেল যে, বৈপরীত্য ও বিরোধিতার উপত্যকায় সরফরায খান ছাহেব নিমজ্জিত আছেন।

সারকথা : হানাফী, দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের উক্ত সংজ্ঞাগুলি ও ব্যাখ্যাসমূহ হ’তে প্রমাণিত হ’ল-

(১) চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, দলীল ও প্রমাণ ব্যতিরেকে নবী ব্যতীত অন্য কারো কথা মানার নাম তাক্বলীদ।

(২) কুরআন, হাদীছ ও ইজমার উপর আমল করা তাক্বলীদ নয়। আলেমের নিকট থেকে মূর্খের মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এবং বিচারকের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।

(৩) তাক্বলীদ ও দলীল অনুসরণের (اتباع بالدليل) মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

খত্বীব বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) বলেছেন, وَجُمْلَتُهُ أَنَّ التَّقْلِيدَ هُوَ: قَبُولُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ– ‘মোটকথা তাক্বলীদ হ’ল দলীল ছাড়া কারো কোন কথা মেনে নেওয়া’।[৩১]

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) লিখেছেন,

---

২৮. ঐ।
২৯. আল-মিনহাজুল ওয়াযেহ ই‘য়ানী রাহে সুন্নাত (৯ম সংস্করণ, জুমাদাছ ছানিয়াহ, ১৩৯৫ হিঃ/জুন ১৯৭৫ইং), পৃঃ ৩৫।
৩০. আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ, পৃঃ ৩২।
৩১. আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৬৬।

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ خُوَيْزِ مِنْدَادُ الْبَصْرِيُّ الْمَالِكِيُّ: التَّقْلِيْدُ مَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ الرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ لِقَائِلِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَمْنُوْعٌ مِنْهُ فِي الشَّرِيْعَةِ، وَالِاتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ-

'আবু আব্দুল্লাহ বিন খুয়াইয মিনদাদ আল-বাছরী আল-মালেকী বলেছেন, শরী'আতে তাক্বলীদের অর্থ হ'ল এমন কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যে কথার কথকের কাছে এর কোন দলীল নেই। এটি শরী'আতে নিষিদ্ধ। আর ইত্তিবা হ'ল যার উপর দলীল সাব্যস্ত হয়েছে'।[৩২]

জ্ঞাতব্য : সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী 'আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব' গ্রন্থ থেকে ইবনু খুয়াইয মিনদাদ (মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ, মৃঃ সম্ভবত ৩৯০ হিঃ) সম্পর্কে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

নিবেদন হ'ল যে, ইবনু খুয়াইয মিনদাদ এই কথায় একক ব্যক্তি নন। বরং হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এবং আল্লামা সুয়ূত্বী তার অনুকূলে রয়েছেন। তাঁরা তার উক্তিকে সমালোচনা ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। এমনকি সরফরায খান ছফদর তার একটি বক্তব্যে ইবনু খুয়াইয মিনদাদের অনুকূলে আছেন।[৩৪]

দ্বিতীয় এই যে, উপরোল্লিখিত ইবনু খুয়াইয মিনদাদের উপর কড়া সমালোচনা নেই। বরং و لم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه প্রভৃতি শব্দাবলী আছে।[৩৫]

আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী ও ইবনু আব্দিল বার্র-এর সমালোচনাও সুস্পষ্ট নয়।[৩৬]

---

৩২. জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১১৭, অন্য সংস্করণ ২/১৪৩; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/১৯৭; সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয ওয়া জাহিলা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আছরিন ফারয, পৃঃ ১২৩।

৩৩. আল-কালামুল মুফীদ, পৃঃ ৩৩, ৩৪।

৩৪. রাহে সুন্নাত, পৃঃ ৩৫।

৩৫. আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব, পৃঃ ৩৬৩, জীবনী ক্রমিক নং ৪৯১; লিসানুল মীযান ৫/২৯১।

৩৬. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ২৭/২১৭; ছাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-অফায়াত ২/৩৯, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৯।

ইবনু খুয়াইয মিনদাদের জীবনী নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও আছে, শীরাযীর 'ত্বাবাক্বাতুল ফুক্বাহা' (পৃঃ ১৬৮), ক্বাযী ইয়াযের 'তারতীবুল মাদারিক' (৪/৬০৬), 'মু'জামুল মুওয়াল্লিফীন' (৩/৭৫)।

হানাফী, ব্রেলভী ও দেওবন্দী আলেমগণ এমন ব্যক্তিদের বক্তব্য পেশ করে থাকেন, যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে অনেক মুহাদ্দিছের কঠোর সমালোচনা রয়েছে। যেমন- (১) ক্বাযী আবু ইউসুফ। (২) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী। (৩) হাসান বিন যিয়াদ আল-লু'লুঈ। (৪) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়া'কূব আল-হারেছী প্রমুখ *(দ্রঃ মীযানুল ই'তিদাল; লিসানুল মীযান প্রভৃতি)*।

জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাহল্লী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৮৬৪ হিঃ) বলেছেন, والتقليد قبُول قَول الْقَائِل بِلَا حجَّة فعلى هَذَا قبُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا يُسمى تقليْدا 'তাক্বলীদ হ'ল প্রমাণ ছাড়া কারো কোন কথা গ্রহণ করা। তবে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা গ্রহণ করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না'।[৩৭]

ইবনুল হাজেব আন-নাহবী আল-মালেকী (মৃঃ ৬৪৬ হিঃ) বলেছেন,

فَالتَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ غَيْرِكَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. وَلَيْسَ الرُّجُوعُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْإِجْمَاعِ، وَالْعَامِّيُّ إِلَى الْمُفْتِي، وَالْقَاضِي إِلَى الْعُدُولِ بِتَقْلِيدٍ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ. وَلَا مُشَاحَةَ فِي التَّسْمِيَةِ-

'সুতরাং তাক্বলীদ হ'ল, দলীল ছাড়া অন্যের কথার উপর আমল করা। আর নবী করীম (ছাঃ) ও ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের মুফতীর দিকে এবং বিচারকের সাক্ষীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয় দলীল সাব্যস্ত থাকার কারণে। আর (এই) নামের ব্যাপারে কোনই বিবাদ নেই'।[৩৮]

আলী বিন মুহাম্মাদ আল-আমেদী আশ-শাফেঈ (মৃঃ ৬৩১ হিঃ) বলেছেন,

---

৩৭. শারহুল ওয়ারাক্বাত ফী ইলমি উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪।
৩৮. মুনহাতাল উছূল ওয়াল আমাল ফী ইলমাই আল-উছূল ওয়াল জাদল, পৃঃ ২১৮, ২১৯।

أَمَّا (التَّقْلِيدُ) فَعِبَارَةٌ عَنِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ... فَالرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، وَرُجُوعُ الْعَامِّيِّ إِلَى قَوْلِ الْمُفْتِي، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْعُدُولِ لَا يَكُونُ تَقْلِيدًا-

'তাক্বলীদ হ'ল, অন্যের কথার উপর আবশ্যকীয় দলীল ব্যতিরেকে আমল করা...। সুতরাং নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা এবং সমকালীন মুজতাহিদগণের ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের মুফতীর কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়'।[৩৯]

আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালী (মৃঃ ৫০৫ হিঃ) বলেছেন, التَّقْلِيدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةٍ 'বিনা দলীলে কারো কোন কথা গ্রহণ করাই হ'ল তাক্বলীদ'।[৪০]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَأَمَّا بِدُوْنِ الدَّلِيلِ فَإِنَّمَا هُوَ تَقْلِيدٌ 'আর যা দলীল ব্যতীত হবে তাই তাক্বলীদ'।[৪১]

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন কুদামা হাম্বলী বলেছেন,

وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة، أخذًا من هذا المعنى فلا يسمى الأخذ بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم والإجماع تقليدًا-

'আর ফক্বীহদের নিকটে এটা (তাক্বলীদ) হ'ল বিনা দলীলে কারো কথা গ্রহণ করা। এই অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা এবং ইজমাকে গ্রহণ করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না'।[৪২]

---

৩৯. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৪/২২৭।
৪০. আল-মুসতাছফা মিন ইলমিল উছূল ২/৩৮৭।
৪১. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৭।
৪২. রাওযাতুন নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির ২/৪৫০।

Contents

ইবনু হাযম আন্দালুসী যাহেরী (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বলেছেন,

لأن التقليد على الحقيقة إنما هو قبول ما قاله قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير برهان، فهذا هو الذي أجمعت الأمة على تسميته تقليدا وقام البرهان على بطلانه-

'কেননা প্রকৃতপক্ষে তাক্বলীদ হ'ল নবী করীম (ছাঃ) ছাড়া অন্য কারো কথাকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা। আর এটির নাম তাক্বলীদ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। আর এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দলীল কায়েম আছে'।[৪৩]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃঃ ৮৫২ হিঃ) বলেছেন,

وَقَدِ انْفَصَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِثُبُوتِ النُّبُوَّةِ حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهَا فَمَهْمَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَقْطُوعًا عِنْدَهُ بِصِدْقِهِ فَإِذَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ وَهَذَا مُسْتَنَدُ السَّلَفِ قَاطِبَةً فِي الْأَخْذِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فَآمَنُوا بِالْمُحْكَمِ مِنْ ذَلِكَ وَفَوَّضُوا أَمْرَ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ إِلَى رَبِّهِمْ-

'কতিপয় ইমাম এ থেকে (এই মাসআলাকে) আলাদা করেছেন। কেননা তাক্বলীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, দলীল ছাড়া অন্যের কথা গ্রহণ করা। আর তার উপর নবুঅতের প্রমাণের সাথে সাথে দলীল কায়েম হয়ে যায়। এমনকি তার দৃঢ় বিশ্বাস এসে যায়। সুতরাং সে নবী করীম (ছাঃ) থেকে যা শ্রবণ করেছে তার কাছে তা নিশ্চিতরূপে সত্য। যখন সে এ আক্বীদা পোষণ করবে তখন সে মুক্বাল্লিদ নয়। কেননা সে অন্যের কথাকে দলীল ছাড়া গ্রহণ করেনি। আর এটাই সকল সালাফে ছালেহীনের পুরাপুরি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি যে, এ বিষয়ে

৪৩. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম ৬/২৬৯।

কুরআন ও হাদীছ থেকে যা তাদের নিকটে প্রতীয়মান হয়েছে তা গ্রহণ করা। ফলে তারা ‘মুহকামাত’ (কুরআনের সুস্পষ্ট হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহ)-এর উপর ঈমান এনেছেন এবং ‘মুতাশাবিহাত’ (যার মর্মার্থ অস্পষ্ট)-এর বিষয়টি তাদের প্রতিপালকের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছেন (যে তিনিই এর অর্থ ভাল জানেন)।[৪৪]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) লিখেছেন, وَالتَّقْلِيدُ لَيْسَ بِعِلْمٍ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ‘আলেমদের ঐক্যমত অনুযায়ী তাক্বলীদ কোন ইলম নয়’।[৪৫]

সারকথা : হানাফী, দেওবন্দী, ব্রেলভী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, যাহেরী এবং হাদীছের ভাষ্যকারগণের উক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে প্রতীয়মান হ’ল, তাক্বলীদের মর্ম এটাই যে, দলীল ও প্রমাণ বিহীন বক্তব্যকে (চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই, অন্ধের মত) মেনে নেয়া।

(মুক্বাল্লিদদের) একটি চালাকি :

আধুনিক যুগে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ এই চালাকি করেন যে, তারা তাক্বলীদের অর্থই পরিবর্তন করে দেন। যাতে সাধারণ মানুষ তাক্বলীদের প্রকৃত অর্থ জেনে না যায়। কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ-

(১) মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাম্ভলী বলেছেন, ‘কোন ব্যক্তির কোন আলেমের এবং দ্বীনের অনুসৃত ব্যক্তির কথা ও কাজকে স্রেফ সুধারণা ও নির্ভরতার ভিত্তিতে শরী‘আতের হুকুম মনে করে তার উপর আমল করা এবং আমল করার জন্য সেই মুজতাহিদের উপর নির্ভরতার ভিত্তিতে দলীলের অপেক্ষা না করা এবং দলীল অবগত হওয়া পর্যন্ত আমলকে মুলতবী না করাকে পরিভাষায় তাক্বলীদ বলা হয়’।[৪৬]

(২) মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী তাবলীগী দেওবন্দী বলেছেন, ‘কেননা তাক্বলীদের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে যে, শাখা-প্রশাখাগত ফিক্বহী মাসায়েলে মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করে নেয়া

---

৪৪. ফাৎহুল বারী ১৩/৩৫১, হা/৭৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ।
৪৫. ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/১৮৮।
৪৬. তাক্বলীদে আইম্মায়ে দ্বীন আরো মাক্বামে আবু হানীফা, পৃঃ ২৪-২৫।

এবং তার কাছ থেকে দলীল তলব না করা এই ভরসায় যে, এই মুজতাহিদের কাছে দলীল রয়েছে'।[৪৭]

(৩) মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বলেছেন, 'বস্তুতঃ আল্লামা ইবনুল হুমাম ও ইবনু নুজায়েম এই শব্দগুলোর মাধ্যমে 'তাক্বলীদ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন,-اَلتَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا 'ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীলবিহীন আমল করাকে তাক্বলীদ বলে, যার কথা (চারটি) দলীলের মধ্য হ'তে একটি নয়'।[৪৮]

'তাক্বলীদের উদ্দেশ্য এটা যে, যে ব্যক্তির কথা শরী'আতের উৎসমূহের অন্ত র্ভুক্ত নয়, দলীল তলব করা ছাড়াই তার কথার উপর আমল করা'।[৪৯]

এই অনুবাদ ও উদ্ধৃতিগুলিতে দু'টি চালাকি করা হয়েছে।

প্রথমতঃ হুজ্জত ছাড়াই (দলীল ব্যতীত)-এর অনুবাদ 'দলীল তলব ব্যতিরেকে' করে দেওয়া হয়েছে। মূল ভাষ্যে তলবের কোন কথাই উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্ট ইবারত (ভাষ্য) গোপন করা হয়েছে। যেখানে এটা স্পষ্টভাবে আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এবং ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের 'মুফতী'র (আলেম) কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।

(৪) মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী বলেছেন, 'হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তাক্বলীদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তাক্বলীদ বলা হয় কারো কথাকে স্রেফ এই সুধারণার ভিত্তিতে মেনে নেওয়া যে, ইনি দলীলের অনুকূলে বলবেন এবং তার থেকে দলীলের তাহক্বীক্ব না করা'।[৫০] তাক্বলীদের এই সংজ্ঞা মোতাবেক রাবীর বর্ণনাকে গ্রহণ করা তাক্বলীদ ফির-রিওয়ায়াহ (বর্ণনায় তাক্বলীদ)'।[৫১]

---

৪৭. শরী'আত ওয়া তরীকত কা তালাযুম, পৃঃ ৬৫।

৪৮. আমীর বাদশাহ আল-বুখারী, তায়সীরুত তাহরীর (মিসরীয় ছাপা ১৩৫১ হিঃ), ৪/২৪৬, ইবনু নুজায়েম, ফাৎহুল গাফ্ফার শারহুল মানার (মিসরীয় ছাপাঃ ১৩৫৫ হিঃ), ২/৩৭।

৪৯. তাক্বলীদ কী শারঈ হায়ছিয়াত (ষষ্ঠ প্রকাশ ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ১৪।

৫০. আল-ইক্বতিছাদ, পৃঃ ৫।

৫১. তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে তাক্বলীদ, পৃঃ ৩; মাজমূ'আয়ে রাসায়েল (ছাপা : অক্টোবর ১৯৯১), ১/১৯।

(৫) মুহাম্মাদ নাযিম আলী খান ক্বাদেরী ব্রেলভী বলেছেন, 'কুরআনের আয়াত মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) এবং মুশকিল (দুর্বোধ্য) হয়। এর মধ্যে কিছু আয়াত বিবাদমূলক রয়েছে। কিছু আয়াত কিছু আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকও আছে। সমন্বয়ের ও বিরোধ দূর করার পদ্ধতি তার জানা নেই। তার দোদুল্যমনতা ও সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষ কেবল নিজের বিবেক, চিন্তা-গবেষণা ও শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বারাই কাজ নিবে না। বরং কোন গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম ও মুজতাহিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তার নিকটে রাস্তা ও পন্থা অনুসন্ধান করবে। অন্য কারো দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। এটাই হ'ল তাক্বলীদে শাখছী। যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে রয়েছে'।[৫২]

(৬) সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দেওবন্দী লিখেছেন, 'আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা, অতঃপর তার অনুসরণ করাই তাক্বলীদ'।[৫৩]

তাক্বলীদের এই মনগড়া ও সূত্রবিহীন সংজ্ঞা দ্বারা জানা গেল যে, দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ জনতা যখন তাদের আলেমের (মৌলভী ছাহেব) নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করে, তখন তারা ঐ আলেমের মুক্বাল্লিদ বনে যায়। সাঈদ আহমাদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী হানাফী থাকে না। বরং সাঈদ আহমাদী (অর্থাৎ সাঈদ আহমাদ ছাহেবের মুক্বাল্লিদ) বনে যায়।

এ সকল সংজ্ঞা মনগড়া। যেগুলির প্রমাণ পূর্ববর্তী আলেমদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এ সংজ্ঞাগুলিকে বিকৃতি (تحريفات) বলাই সঙ্গত।

তাক্বলীদের মর্ম স্রেফ এটাই যে, নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো দলীলবিহীন কথাকে হুজ্জত (দলীল) হিসাবে মেনে নেয়া, যা চারটি দলীলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সংজ্ঞার উপর জমহূর বিদ্বানের ঐক্যমত রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : অভিধানে তাক্বলীদের অন্যান্য অর্থও আছে। কতিপয় আলেম এই আভিধানিক অর্থগুলিকে কোন কোন সময় ব্যবহার করেছেন। যেমন-

৫২. তাহাফ্ফুযে আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত (লাহোর : ফরীদ বুক স্টল), পৃঃ ৮০৬।
৫৩. তাসহীল : আদিল্লায়ে কামেলাহ (করাচী : ক্বাদীমী কুতুবখানা), পৃঃ ৮৬।

১. আবু জা‘ফর ত্বাহাবী হাদীছ মানাকে তাক্বলীদ বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَلَّدُوْهُ ‘একটি দল এই (মারফূ) হাদীছের দিকে গিয়েছেন। ফলে তারা এই (হাদীছের) তাক্বলীদ করেছেন’।[৫৪]

পূর্বে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের গ্রন্থসমূহ হ’তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা (অর্থাৎ হাদীছ) মানা তাক্বলীদ নয়। সুতরাং ইমাম ত্বাহাবীর হাদীছের ব্যাপারে তাক্বলীদ শব্দটি ব্যবহার করা ভুল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে এটি প্রমাণিত সত্য যে, তিনি হাদীছ মানতেন। তাহ’লে কি এখন এ কথা বলা ঠিক হবে যে, ইমাম আবু হানীফা মুজতাহিদ নন; বরং মুক্বাল্লিদ ছিলেন? হাদীছ মেনে তিনি যদি মুক্বাল্লিদ না হন, তাহলে অন্য মানুষ হাদীছ মেনে কিভাবে মুক্বাল্লিদ হ’তে পারে?

২. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, ولا يقلد أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم– ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কারো তাক্বলীদ করা যাবে না’।[৫৫]

এখানে তাক্বলীদ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈর কথার উদ্দেশ্য এটা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কোন ব্যক্তির কথাকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাক্বলীদের অন্তর্নিহিত মর্মের সারাংশ : যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, নবী ব্যতীত অন্যের দলীলবিহীন কথাকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মানাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

তাক্বলীদের দু’টি প্রকার প্রসিদ্ধ রয়েছে-

(১) তাক্বলীদে গায়ের শাখছী (তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব) :

এতে তাক্বলীদকারী (মুক্বাল্লিদ) কোনরূপ খাছ করা ছাড়াই নবী ব্যতীত অন্যের দলীলবিহীন কথাকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মান্য করে।

---

৫৪. শারহু মা‘আনিল আছার ৪/৩, ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘গমের বিনিময়ে যব অতিরিক্ত পরিমাণে বিক্রি করা’ অনুচ্ছেদ।

৫৫. মুখতাছারুল মুযানী, ‘বিচার’ অনুচ্ছেদ। গৃহীত : সুয়ূত্বীর ‘আর-রাদ্দু ‘আলা মান উখলিদা ইলাল আরয’, পৃঃ ১৩৮।

Contents

জ্ঞাতব্য : অজ্ঞ ব্যক্তির আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা একেবারেই হক ও সঠিক। একে তাক্বলীদ বলা হয় না। যেমনটি পূর্বে সূত্রসহ বর্ণিত হয়েছে।

কিছু ব্যক্তি ভুল ও ভুল বুঝের কারণে একে তাক্বলীদ বলে। অথচ এটা ভুল। একজন মূর্খ ব্যক্তি যখন তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বা গোলাম রাসূল সা'ঈদী ব্রেলভীর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করে তখন কেউই এটা বলে না ও বুঝে না যে, এই ব্যক্তি তাক্বী ওছমানীর মুক্বাল্লিদ (তাক্বী ওছমানবী) বা গোলাম রাসূলের মুক্বাল্লিদ (গোলাম রাসূলবী)।

(২) তাক্বলীদে শাখছী :

এতে তাক্বলীদকারী (মুক্বাল্লিদ) নির্দিষ্টভাবে নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত কোন একজন ব্যক্তির প্রতিটি কথা ও কাজকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অন্ধের মত মান্য করে।

তাক্বলীদে শাখছীর দু'টি প্রকার রয়েছে :

ক. ইমাম চতুষ্টয় ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদে শাখছী করা।

খ. ইমাম চতুষ্টয় (আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ)-এর মধ্য থেকে স্রেফ একজন ইমামের তাক্বলীদে শাখছী। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটি কথা ও কাজের তাক্বলীদ করা।

এই দ্বিতীয় প্রকারটির আরো দু'টি প্রকার রয়েছে :

(১) এই দাবী করা যে, আমরা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ইজতিহাদ মানি। দলীলভিত্তিক মাসায়েলে তাক্বলীদ করি না। আমরা শুধু ইজতিহাদী মাসায়েলে ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফীদের ফৎওয়া প্রদানকৃত মাসায়েলের তাক্বলীদ করি। যদি ইমামের কথা কুরআন ও হাদীছের বিপরীত হয় তাহ'লে আমরা ছেড়ে দেই...।

এই দাবী নব্য দেওবন্দী ও ব্রেলভী তার্কিকদের যেমন ইউনুস নু'মানী প্রমুখের।

(২) সকল মাসাআলায় ইমাম আবু হানীফা ও হানাফীদের ফৎওয়া প্রদানকৃত মাসায়েলের তাক্বলীদ করা। যদিও এই মাসআলাগুলি কুরআন ও হাদীছের খেলাফ এবং অপ্রমাণিতও হয়। ফৎওয়া প্রদানকৃত বক্তব্যের বিপরীতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করা।

এটাই সেই তাক্বলীদ, যা বর্তমান দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ মানুষ ও অধিকাংশ আলেম করছেন। যেমনটি সামনে সূত্রসহ আসছে।

দলীলবিহীন তাক্বলীদের সকল প্রকারই ভুল ও বাতিল। কিন্তু তাক্বলীদের এই প্রকারটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গোমরাহী। এটাই সেই (তাক্বলীদ), আহলেহাদীছ ও সালাফী আলেম এবং তাদের সাধারণ জনগণ কঠিনভাবে যেটির বিরোধিতা করে থাকেন। আমাদের উস্তাদ হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপূরী এই তাক্বলীদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত বাক্যে করেছেন- 'তাক্বলীদ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীত কোন কথা ও কাজকে গ্রহণ করা বা তার উপর আমল করা'।[৫৬]

উছূলে ফিক্বহে দক্ষ হাফেয ছানাউল্লাহ যাহেদী ছাহেব লিখেছেন,

الالتزام بفقه معين من الفقهاء والجمود عليه بكل شدة وعصبية، والاحتيال بتصحيح أخطاءه إن أمكن وإلا فالإصرار عليها، مع التكلف بتضعيف ما صح من حيث الأدلة من رأي غيره من الفقهاء-

অর্থাৎ ফক্বীহগণের মধ্য হ'তে একজন নির্দিষ্ট ফক্বীহ্র ফিক্বহকে অত্যন্ত কঠোরতা ও গোঁড়ামির সাথে আঁকড়ে ধরা ও তার উপর স্থবির থাকা এবং সাধ্যমত তার ভুলগুলিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন (এবং চালাকী করা)। আর যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে তার উপর যিদ করা। অন্য ফক্বীহগণের যে সকল দলীল ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে সেগুলিকে যঈফ সাব্যস্ত করার জন্য পূর্ণ কৃত্রিমতার সাথে চেষ্টা করা'।[৫৭]

খুবই সম্ভব যে, কতিপয় দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেম এই 'তাক্বলীদে শাখছী'কে অস্বীকার করতে পারেন। এজন্য আপনাদের খেদমতে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে-

---

৫৬. আহকাম ওয়া মাসায়েল, পৃঃ ৫৮১।
৫৭. তায়সীরুল উছূল, পৃঃ ৩২৮।

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا– ‘ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ (দৈহিকভাবে) বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের কেনা-বেচার ব্যাপারে উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। আর যদি খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয় (তাহ’লে পরেও এখতিয়ার থাকবে’। (নাফে‘ বলেন) ইবনু ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করার পর তা পসন্দ হ’লে মালিক হ’তে (দৈহিকভাবে) পৃথক হয়ে যেতেন’।[৫৮]

হানাফী আলেমগণ এই মাসআলা মানেন না। অথচ ইমাম শাফেঈ ও মুহাদ্দিছীনে কেরাম এই ছহীহ হাদীছগুলির কারণে এই মাসআলার প্রবক্তা ও আমলকারী।

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী ছাহেব বলেছেন, يترجح مذهبه وقال : الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله اعلم– অর্থাৎ তার (ইমাম শাফেঈর) মাযহাব অগ্রগণ্য। তিনি (মাহমূদুল হাসান) বলেছেন, ‘হক ও ইনছাফ এই যে, এই মাসআলায় (ইমাম) শাফেঈর অগ্রাধিকার রয়েছে। আর আমরা মুক্বাল্লিদ। আমাদের উপর ওয়াজিব হ’ল আমাদের ইমাম আবু হানীফার তাক্বলীদ করা। আল্লাহই ভাল জানেন’।[৫৯]

গভীরভাবে চিন্তা করুন! কিভাবে হক ও ইনছাফকে ত্যাগ করে স্বীয় কল্পিত ইমামের তাক্বলীদকে বুকের সাথে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে। এই মাহমূদুল হাসান ছাহেবই পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, ‘কিন্তু ইমাম ব্যতীত অন্য কারো কথার মাধ্যমে আমাদের উপর হুজ্জাত কায়েম করা বিবেকবর্জিত’।[৬০]

---

৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/২১০৭; ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘(ক্রেতা-বিক্রেতার) ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকবে’? অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩১।
৫৯. তাক্বরীরে তিরমিযী, পৃঃ ৩৬, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ৩৯।
৬০. ঈযাহুল আদিল্লাহ (দেওবন্দ : মাত্ববা‘ ক্বাসেমী মাদরাসা ইসলামিয়া, ১৩৩০ হিঃ), পৃঃ ২৭৬, লাইন ১৯।

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী ছাহেব আরো বলেছেন, 'কেননা মুজতাহিদের কথাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা হিসাবেই গণ্য হয়'।[৬১]

জনাব মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ছাহেব দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের কাছ থেকে তাক্বলীদে শাখছী ওয়াজিব হওয়ার দলীল চেয়েছিলেন। এর জবাব দিতে গিয়ে মাহমূদুল হাসান ছাহেব দাবী করেছেন, 'আপনি আমার কাছ থেকে তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল চাচ্ছেন। আমি আপনার কাছ থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ এবং কুরআনের অনুসরণের সনদ তলব করছি'।[৬২]

(২) নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর শানে বেআদবী করত। ফলে তার স্বামী তাকে হত্যা করে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, أَلَا اشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ– 'তোমরা সাক্ষী থাক! তার রক্ত বৃথা'।[৬৩]

এই হাদীছ ও অন্যান্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বেআদবীকারীকে হত্যা করা আবশ্যক।[৬৪] এই মত ইমাম শাফেঈ ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের। অথচ হানাফীদের নিকটে রাসূলকে গালিদাতার যিম্মা অবশিষ্ট থাকে।[৬৫]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন, وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا : لَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ بِالسَّبِّ، وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِذَلِكَ لَكِنْ يُعَزَّرُ عَلَى إِظْهَارِ ذَلِكَ... 'আবু হানীফা ও তাঁর সাথীগণ বলেছেন, (রাসূলকে) গালি দেয়ার কারণে চুক্তি ভঙ্গ হবে না এবং এজন্য যিম্মীকে হত্যা করা যাবে না। তবে প্রকাশ্যে এরূপ করলে ভর্ৎসনা করা হবে'।[৬৬]

এই নাযুক মাসআলার ব্যাপারে ইবনু নুজায়েম হানাফী লিখেছেন, نَعَمْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيْلُ إِلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبِّ لَكِنَّ اتِّبَاعَنَا لِلْمَذْهَبِ

---

৬১. তাক্বারীরে হযরত শায়খুল হিন্দ, পৃঃ ২৪; আল-ওয়ারদুশ শাযী, পৃঃ ২।
৬২. আদিল্লায়ে কামিলাহ, পৃঃ ৭৮।
৬৩. আবুদাঊদ হা/৪৩৬১, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দাতার হুকুম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।
৬৪. কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করবে দেশের সরকার, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন নয়।-সম্পাদক।
৬৫. হেদায়া, ১/৫৯৮।
৬৬. আছ-ছারিমুল মাসলূল। গৃহীত : রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুর্রিল মুখতার, ৩/৩০৫।

–وَاجِبٌ ‘হ্যাঁ, (রাসূলকে) গালির ব্যাপারে মুমিনের অন্তর বিরোধীদের মতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু আমাদের জন্য মাযহাবের আনুগত্য করা ওয়াজিব’।[৬৭]

(৩) হুসাইন আহমাদ মাদানী টাণ্ডাবী লিখেছেন, ‘একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনজন আলেম (হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলী) একত্রিত হয়ে এক মালেকীর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কেন ‘ইরসাল’ কর? তিনি জবাব দিলেন যে, আমি ইমাম মালেকের মুক্বাল্লিদ। তার কাছে গিয়ে দলীল জিজ্ঞাসা কর। যদি আমার দলীল জানা থাকত তাহ’লে কেন তাক্বলীদ করব? তখন তারা চুপ হয়ে গেলেন’।[৬৮]

ইরসাল অর্থ হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা।

(৪) একটি বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ– ‘নবী করীম (ছাঃ) এক রাক‘আত বিতর পড়তেন এবং তিনি দু’রাক‘আত ও এক রাক‘আতের মাঝে কথা বলতেন’।[৬৯]

এমন একটি বর্ণনা হাকেমের আল-মুসতাদরাক থেকে উল্লেখ করে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, وَلَقَدْ تَفَكَّرْتُ فِيْهِ قَرِيْباً مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً ثُمَّ اسْتَخْرَجْتُ جَوَابَهُ شَافِياً وَذَلِكَ الْحَدِيْثُ قَوِيُّ السَّنَدِ– ‘আমি এই হাদীছের (জওয়াবের) ব্যাপারে প্রায় ১৪ বছর চিন্তা করেছি। অতঃপর এর সান্ত্বনাদায়ক ও সঠিক জবাব বের করেছি। আর তা এই যে, হাদীছটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী’।[৭০]

(৫) আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী ব্রেলভী লিখেছেন, ‘এক্ষণে একটি ফায়ছালাকারী জওয়াব দিচ্ছি। সেটা এই যে, আমাদের দলীল এই বর্ণনাগুলি নয়। আমাদের আসল দলীল তো ইমামে আযম আবু হানীফা (রাঃ)-এর

---

৬৭. আল-বাহরুর রায়েক্ব শরহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব, ৫/১১৫।
৬৮. তাক্বরীরে তিরমিযী (উর্দূ), (মুলতান : কুতুবখানা মজীদিয়াহ), পৃঃ ৩৯৯।
৬৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৬৮০৩, ২/২৯১।
৭০. আল-‘আরফুশ শাযী, ১/১০৭, শব্দগুলি এর; ফায়যুল বারী, ২/৩৭৫; বিন্নূরী, মা‘আরিফুস সুনান, ৪/২৬৪; দরসে তিরমিযী, ২/২২৪।

আদেশ। আমরা এই আয়াত ও হাদীছগুলো মাসআলা সমূহের সমর্থনের জন্য পেশ করে থাকি। হাদীছসমূহ বা আয়াতসমূহ হ'ল ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)-এর দলীল'।[৭১]

উপরোল্লিখিত নাঈমী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'কেননা হানাফীদের দলীল এই বর্ণনাগুলি নয়। তাদের দলীল স্রেফ ইমামের বক্তব্য'।[৭২]

(৬) এক ব্যক্তি মুফতী মুহাম্মাদকে (দেওবন্দী, প্রতিষ্ঠাতা : দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাযিমাবাদ, করাচী) পত্র লিখেন যে, 'এক ব্যক্তি তৃতীয় রাক'আতে ইমামের সাথে শরীক হল। ইমাম যদি সহো সিজদার জন্য সালাম ফিরায় তাহ'লে তৃতীয় রাক'আতে শরীক হওয়া মাসবূকও সালাম ফিরাবে, না ফিরাবে না? এখানে একজন বিতর্ক করছেন যে, যদি সালাম না ফিরায় তাহ'লে ইমামের ইক্তিদা (অনুসরণ) অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি দলীল দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন' *(মুজাহিদ আলী খান, করাচী)*।

দেওবন্দী ছাহেব তার প্রশ্নের নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন-

'জবাব : মাসবূক অর্থাৎ যে প্রথম রাক'আতের পরে ইমামের সাথে শরীক হয়েছে, সে সহো সিজদায় ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরায় তাহ'লে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। ভুলে (সালাম) ফিরালে সহো সিজদা আবশ্যক। মাসআলা না জানা থাকার কারণে (সালাম) ফিরালে ছালাত ফাসেদ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের জন্য দলীল চাওয়া জায়েয নয়। আর না শারঈ মাসায়েলের ব্যাপারে আপোসে বিতর্ক করাও জায়েয আছে। বরং কোন নির্ভরযোগ্য মুফতীর নিকট থেকে মাসআলা জেনে নিয়ে তার উপর আমল করা যরূরী'।[৭৩]

মুফতী মুহাম্মাদ ছাহেব আরো লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য তার ইমামের কথাই সবচেয়ে বড় দলীল'।[৭৪]

---

৭১. জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ), ২/৯১।
৭২. ঐ, ২/৯।
৭৩. সাপ্তাহিক 'যারবে মুমিন', করাচী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৫, ২১-২৭ যিলহজ্জ, ১৪১৯ হিঃ, ৯-১৫ এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ৬, কলাম : 'আপ কে মাসায়েল কা হাল্ল'।
৭৪. ঐ।

(৭) ছহীহ হাদীছে এসেছে, مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، ‘সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে যে ফজরের এক রাক‘আত পেল, সে অবশ্যই ফজরের (ছালাত) পেয়ে গেল’।[৭৫]

হানাফী ফিক্বহ এই ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী দেওবন্দী এ মাসআলার ব্যাপারে কিছুটা গবেষণা করে লিখেছেন, ‘সারকথা হ’ল, এ মাসআলাটি এখনও গবেষণাধীন। এতদসত্ত্বেও আমাদের ফৎওয়া ও আমল ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ীই থাকবে। এজন্য যে, আমরা ইমাম আবু হানীফার মুক্বাল্লিদ। আর মুক্বাল্লিদের জন্য ইমামের বক্তব্য হুজ্জাত বা দলীল হয়। দলীল চতুষ্টয় (কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস) নয়। কারণ এগুলি থেকে দলীল সাব্যস্ত করা মুজতাহিদের কাজ’।[৭৬]

লুধিয়ানবী ছাহেব অন্যত্র লিখেছেন, ‘প্রশস্ততার খাতিরে বিদ‘আতীরা হানাফী ফিক্বহকে ছেড়ে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে। আর লাগাম ঢিল দেয়ার জন্য আমরাও এ পদ্ধতি গ্রহণ করে নেই। তা না হ’লে মুক্বাল্লিদের জন্য স্রেফ ইমামের কথাই হুজ্জাত (দলীল) হয়ে থাকে’।[৭৭]

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী ছাহেব লিখেছেন, ‘এই আলোচনা দয়া করে লিখে দিয়েছি। নতুবা হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করা মুক্বাল্লিদের কাজ নয়’।[৭৮]

(৮) ক্বাযী যাহেদ হুসায়নী দেওবন্দী লিখেছেন, ‘অথচ প্রত্যেক মুক্বাল্লিদের জন্য শেষ দলীল হ’ল মুজতাহিদের বক্তব্য। যেমনটা ‘মুসাল্লামুছ ছুবূত’ গ্রন্থে আছে, أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ ‘মুক্বাল্লিদের দলীল হ’ল মুজতাহিদের কথা’।

এখন যদি একজন ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফার মুক্বাল্লিদ হওয়ার দাবীদার হয় এবং সাথে সাথে সে ইমাম আবু হানীফার কথার সাথে বা আলাদাভাবে

---

৭৫. বুখারী হা/৫৭৯; মুসলিম হা/৬০৮।
৭৬. ইরশাদুল ক্বারী ইলা ছহীহিল বুখারী, পৃঃ ৪১২।
৭৭. ইরশাদুল ক্বারী, পৃঃ ২৮৮।
৭৮. আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/৫০।

কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল তলব করে, তবে অন্য কথায় সে নিজের ইমাম ও পথ প্রদর্শকের দলীল উপস্থাপনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না'।[৭৯]

(৯) আমের ওছমানীকে কেউ পত্র লিখেছেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা জবাব দিবেন'।

আমের ওছমানী ছাহেব তার জবাব দিয়েছেন, 'এখন কিছু কথা এ বাক্য সম্পর্কেও বলে দেই। যা আপনি প্রশ্নের উপসংহারে লিখেছেন। অর্থাৎ 'রাসূলের হাদীছ দ্বারা জবাব দিবেন'। এ ধরনের আবেদন অধিকাংশ প্রশ্নকারী করে থাকেন। এটা আসলে এই বিধান না জানার ফল যে, মুক্বাল্লিদদের জন্য কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতিসমূহের প্রয়োজন নেই। বরং ফক্বীহ ও ইমামদের ফায়ছালা ও ফৎওয়াসমূহের প্রয়োজন রয়েছে'।[৮০]

(১০) শায়খ আহমাদ সারহিন্দী লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য প্রযোজ্য নয় যে, মুজতাহিদের রায়ের বিপরীতে কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে বিধানাবলী গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে'।[৮১]

সারহিন্দী ছাহেব তাশাহহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহে ইশারা করার নিষিদ্ধতা রয়েছে এবং এর অপসন্দনীয় হওয়ার উপর ফৎওয়া দেয়া হয়েছে; আর ইশারা ও মুষ্টিবদ্ধ করা থেকে নিষেধ করে থাকি এবং একে মাযহাব প্রণেতাদের যাহেরী উছূল বা প্রকাশ্য মূলনীতি বলে থাকি, তখন আমাদের মুক্বাল্লিদদের জন্য উপযুক্ত নয় যে, হাদীছ অনুযায়ী আমল করে ইশারা করার দুঃসাহস দেখাব এবং এত মুজতাহিদ আলেমদের ফৎওয়া থাকার পরেও হারাম, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ কাজের পাপী হব'।[৮২]

উল্লেখিত সারহিন্দী খাজা মুহাম্মাদ পারসা-এর 'ফুছূলে সিত্তাহ' থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর ইমামে আযম (রাঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করবেন'।[৮৩]

---

৭৯. আব্দুল ক্বাইয়ূম হক্কানী লিখিত 'দিফায়ে' ইমাম আবু হানীফা' গ্রন্থের ভূমিকা, পৃঃ ২৬।
৮০. মাসিক তাজাল্লী, দেওবন্দ, বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১১-১২, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ইং, পৃঃ ৪৭; আব্দুল গফূর আছারী, আছলী আহলে সুন্নাত, পৃঃ ১১৬।
৮১. মাকতূবাতে ইমামে রব্বানী (নির্ভরযোগ্য উর্দূ অনুবাদ), ১/৬০১, পত্র নং ২৮৬।
৮২. ঐ, ১/৭১৮, পত্র নং ৩১২।
৮৩. ঐ, ১/৫৮৫, পত্র নং ২৮২।

(১১) আবুল হাসান কারখী হানাফী বলেছেন,

اَلأَصْل أَن كل آيَة تخَالف قَولَ أَصْحَابنا فَإِنَّهَا تحمل على النّسخ أَو على التَّرْجِيح وَالْأولَى أَن تحمل على التَّأْوِيل من جِهَة التَّوْفِيق-

'আসল কথা হ'ল, প্রত্যেকটি আয়াত যা আমাদের মাযহাব প্রণেতাদের (ফকীহদের) মতের বিপরীত হবে, সেগুলিকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) কিংবা 'মারজূহ' (অগ্রহণযোগ্য) হিসাবে গণ্য করতে হবে। উত্তম হ'ল সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সেগুলিকে তাবীল করা'।[৮৪]

শাব্বীর আহমাদ ওছমানী দেওবন্দী লিখেছেন, '(জ্ঞাতব্য : দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ যা এখানে দু'বছর বর্ণনা করা হয়েছে (তা) অধিকাংশের অভ্যাস অনুযায়ী। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যিনি সর্বোচ্চ মেয়াদ আড়াই বছরের কথা বলেছেন, তার কাছে অন্য কোন দলীল থাকতে পারে। জমহূরের নিকটে (দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ) দু'বছরই। আল্লাহই ভাল জানেন'।[৮৫]

এই উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, তাক্বলীদকারী আলেমরা না কুরআন মানেন আর না হাদীছ। আর না ইজমাকে নিজেদের জন্য হুজ্জাত (দলীল) মনে করেন। তাদের দলীল হচ্ছে স্রেফ ইমামের কথা।

শাহ অলীউল্লাহ দেহলভী লিখেছেন,

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى أُنْمُوْذَجَ الْيَهُوْدِ فَانْظُرْ إِلَى عُلَمَاءِ السُّوءِ، مِنَ الَّذِيْنَ يَطْلُبُوْنَ الدُّنْيَا، وَقَدِ اعْتَادَوْا تَقْلِيْدَ السَّلَفِ وَأَعْرَضُوْا عَنْ نُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَمَسَّكُوْا بِتَعمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ فَأَعْرَضُوْا كَلاَمَ الشَّارِعِ الْمَعْصُوْمِ بِأَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَتَأْوِيْلاَتٍ فَاسِدَةٍ، كَانَتْ سَبَبَ هَلاَكِهِمْ-

'যদি তুমি ইহূদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে (আমাদের যুগের) মন্দ আলেমদেরকে দেখ। যারা দুনিয়া সন্ধান করে এবং পূর্ববর্তী আলেমদের

৮৪. উছূলুল কারখী, পৃঃ ২৯; মাজমূ'আহ ক্বাওয়ায়েদুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৮।
৮৫. তাফসীরে ওছমানী, পৃঃ ৫৪৮, লোকমান ৩১/১৪, টীকা-১০।

তাক্বলীদ করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা (নিজের পসন্দনীয়) আলেমের চিন্তা-ভাবনা, তার কঠোরতা ও ইসতিহসানকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছে। তারা নিষ্পাপ রাসূলের কথাকে ত্যাগ করে জাল হাদীছসমূহ ও বিকৃত ব্যাখ্যাগুলিকে গলায় জড়িয়ে ধরেছে। (এটাই) তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল'।[৮৬]

ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন, 'আমাদের উস্তাদ- যিনি ছিলেন সর্বশেষ মুহাক্কিক্ব ও মুজতাহিদ- বলেছেন, আমি মুক্বাল্লিদ ফক্বীহদের একটি দলকে দেখেছি যে, আমি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের এমন অসংখ্য আয়াত শুনিয়েছি যেগুলি তাদের তাক্বলীদী মাযহাবের বিপরীত ছিল। তারা শুধু সেগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন তাই নয়; বরং সেগুলির দিকে কোন দৃকপাতই করেননি'।[৮৭]

তাক্বলীদ ও মুক্বাল্লিদদের আসল চেহারা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'ল। এখন এই তাক্বলীদের খণ্ডন পেশ করা হচ্ছে।

কুরআন মাজীদ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বণী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন- (১) আবু হামিদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালী।[৮৮] (২) সুয়ূত্বী।[৮৯] (৩) ইবনুল ক্বাইয়িম।[৯০]

(খ) এরশাদ হচ্ছে, اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' *(তওবা ৯/৩১)*।

৮৬. আল-ফাওযুল কাবীর, পৃঃ ১০,১১।
৮৭. তাফসীরে কাবীর, তওবাহ ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ, ১৬/৩৭; আছলী আহলে সুন্নাত, পৃঃ ১৩৫, ১৩৬।
৮৮. আল-মুসতাছফা মিন ইলমিল উছূল, ২/৩৮৯।
৮৯. আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয, পৃঃ ১২৫, ১৩০।
৯০. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/১৮৮।

এই আয়াতে কারীমা দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদের খণ্ডনের উপর দলীল গ্রহণ করেছেন-

(১) ইবনু আব্দিল বার্র।[৯১]

(২) ইবনু হাযম।[৯২]

(৩) ইবনুল ক্বাইয়িম।[৯৩]

(৪) সুয়ূত্বী।[৯৪]

(৫) খত্বীব বাগদাদী।[৯৫]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন,

وَقَدِ احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ فِيْ إِبْطَالِ التَّقْلِيْدِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ كُفْرُ أُولَئِكَ مِنَ الْاحْتِجَاجِ بِهَا؛ لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ لَمْ يَقَعْ مِنْ جِهَةِ كُفْرِ أَحَدِهِمَا وَإِيْمَانِ الْآخَرِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّشْبِيْهُ بَيْنَ الْمُقَلِّدِيْنَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلْمُقَلِّدِ–

‘আলেমগণ এই আয়াতগুলি দ্বারা তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার বিষয়ে দলীল পেশ করেছেন। তাদেরকে (এই আয়াতগুলিতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কুফরী দলীল গ্রহণে বাঁধা দেয়নি। কারণ সাদৃশ্য কারো কুফরী বা ঈমানের কারণে নয়; সাদৃশ্য তো মুক্বাল্লিদদের মাঝে দলীলবিহীন (স্বীয়) অনুসরণীয় (ইমাম ও পথপ্রদর্শকের) কথা মানার মধ্যে রয়েছে’।[৯৬]

(গ) রব্বুল আলামীন বলেছেন, قُلْ هاتُوْا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِيْنَ ‘বলে দাও যে, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’ *(বাক্বারাহ ২/১১১; নাহল ১৬/৬৪)*।

---

৯১. জামি‘উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ২/১০৯।
৯২. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ৬/২৮৩।
৯৩. ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২/১৯০।
৯৪. তার স্বীকৃতি সহ। দ্রঃ আর-রদ্দু ‘আলা মান উখলিদা ইলাল ‘আরয, পৃঃ ১২০।
৯৫. আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৬।
৯৬. ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২/১৯১।

এই আয়াতে কারামী দ্বারা নিম্নোক্ত আলেমগণ তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন-

(১) ইবনু হাযম।[৯৭]

(২) আল-গাযালী।[৯৮]

(৩) সুয়ূত্বী।[৯৯]

অন্যান্য দলীলসমূহের জন্য উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করুন।

হাদীছ দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চার মাযহাবের তাক্বলীদ বিদ‘আত। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‘আর (তাক্বলীদের) এই বিদ‘আত রাসূল (ছাঃ)-এর যবানে নিন্দিত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে’।[১০০]

হাফেয ইবনু হাযম বলেছেন, إِنَّمَا حَدَثَ التَّقْلِيدُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ ‘তাক্বলীদ (চার মাযহাবের তাক্বলীদ) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে’।[১০১]

বিদ‘আত সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ‘আর প্রত্যেকটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।[১০২]

(২) পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সূত্র সহ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, প্রচলিত তাক্বলীদে কিতাব ও সুন্নাতের পরিবর্তে বরং কিতাব ও সুন্নাতের মুকাবিলায় স্বীয় কল্পিত ইমাম বা ফিক্বহের রায় ও ইজতিহাদসমূহের আনুগত্য করা হয়। নবী করীম (ছাঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বের একটি আলামত এটিও বর্ণনা করেছেন, فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ

৯৭. আল-ইহকাম, ৬/২৭৫।
৯৮. আল-মুসতাছফা, ২/৩৮৯।
৯৯. আর-রদ্দু ‘আলা মান উখলিদা ইলাল ‘আরয, পৃঃ ১৩০।
১০০. ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২/২০৮।
১০১. ইবত্বালুত তাক্বলীদ-এর বরাতে আর-রদ্দু ‘আলা মান উখলিদা ইলাল ‘আরয, পৃঃ ১৩৩।
১০২. মুসলিম, হা/৮৬৮, ‘জুম‘আহ’ অধ্যায়, ‘ছালাত ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা’ অনুচ্ছেদ।

'তারপর অজ্ঞ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা তাদের রায় দ্বারা ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[১০৩]

জ্ঞাতব্য : ইমাম ত্বাবারাণী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ) বলেছেন,

وَبِه حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَثَلَاثَةً: زَلَّةَ عَالِمٍ، وَجِدَالَ مُنَافِقٍ، وَدُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ. فَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ، وَإِنْ زلَّ فَلَا تَقَطَّعُوا عَنْهُ آمَالَكُمْ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি বস্তু হ'তে বেঁচে থাক। ১. আলেমের পদস্খলন ২. মুনাফিকের (কুরআন নিয়ে) ঝগড়া এবং ৩. দুনিয়া, যা তোমার গর্দানকে উড়িয়ে দিবে। আর আলেমের পদস্খলনের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও থাকেন তবুও তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তিনি পদস্খলিত হন, তবে তোমরা তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেও না...'।[১০৪]

বর্ণনাটির তাহক্বীক্ব : মুত্ত্বালিব বিন শু'আইবের তাওছীক্ব (সত্যায়ন) জমহূর বিদ্বান করেছেন।[১০৫] লায়ছ-এর লেখক আবু ছালেহ আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة 'সত্যবাদী ও অত্যধিক ভুলকারী। তার গ্রন্থে (গ্রন্থ হ'তে হাদীছ বর্ণনায়) তিনি নির্ভরযোগ্য এবং তাঁর মাঝে উদাসীনতা ছিল'।[১০৬] তাঁর বর্ণনা ছহীহ বুখারী *(হা/৪, ৭৮৯)* ও অন্যান্যতে আছে। লায়ছ বিন সা'দ ثقة ثبت فقيه إمام مشهور 'বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ফক্বীহ ও একজন প্রসিদ্ধ ইমাম'।[১০৭]

---

১০৩. বুখারী হা/৭৩০৭, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়।
১০৪. আল-মু'জামুল আওসাত্ব, ৯/৩২৬, ৩২৭, হা/৮৭০৯, ৮৭১০।
১০৫. দ্রঃ লিসানুল মীযান, ৪/৫০।
১০৬. আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৮৮।
১০৭. ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৫৬৮৪।

ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (আনছারী) বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য।[১০৮] আবু হাতিমের পরিচয় জানা যায়নি। সম্ভবতঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল সালামাহ বিন দীনার আল-আ'রাজ। তিনি বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য ও ইবাদতগুযার।[১০৯] আল্লাহই অধিক অবগত।

আমর বিন মুর্রাহ নির্ভরযোগ্য ও ইবাদতগুযার। তিনি তাদলীস করতেন না। তাকে মুরজিয়া হওয়ার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।[১১০]

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) অত্যন্ত মর্যাদাবান ছাহাবী। কিন্তু আমর বিন মুর্রাহ্‌র তার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। এজন্য এ সনদটি মুনকাতি' তথা বিচ্ছিন্ন এবং ফক্বীহদের পরিভাষায় মুরসাল। একে ইমাম লালকাঈ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (بن سعد) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...

সনদে বর্ণনা করেছেন।[১১১] খালেদ বিন আবু ইমরান فقيه صدوق 'ফক্বীহ ও সত্যবাদী'।[১১২]

প্রতীয়মান হ'ল যে, 'আল-আওসাত্ব'-এর সনদ হ'তে খালেদ বিন আবু ইমরানের মধ্যস্ততা বাদ পড়েছে। এখানে এই ইঙ্গিতও আছে যে, এর আগের বর্ণনাসমূহে উপরোল্লেখিত খালেদের মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে।[১১৩]

ফলাফল : এ সনদটি যঈফ।

জ্ঞাতব্য : লালকাঈর দিকে সম্পর্কিত গ্রন্থ 'শারহু ই'তিক্বাদি উছূলি আহলিস সুন্নাহ' ছহীহ সনদে সাব্যস্ত নয়।

---

১০৮. ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৭৫৫৯।
১০৯. ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ২৪৮৯।
১১০. ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৫১১২।
১১১. শারহু ই'তিক্বাদি উছূলি আহলিস সুন্নাহ, ১/১১৬, ১১৭, হা/১৮৩।
১১২. আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ১৬৬২।
১১৩. আল-আওসাত্ব, হা/৮৭০৮, ৮৭০৯।

(৩) যেহেতু তাক্বলীদকারী কুরআন ও সুন্নাহকে নাকচ করে দেয়, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণ প্রমাণকারী সকল আয়াত ও হাদীছকে তাক্বলীদ বাতিল সাব্যস্ত করার ব্যাপারে পেশ করা জায়েয।

ইজমার মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন :

ছাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীন তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন। যেমনটি সামনে আসছে। তাদের এমন কোন বিরোধী নেই, যিনি তাক্বলীদকে জায়েয বলেন। এজন্য স্বর্ণ যুগে এর উপর ইজমা হয়েছে যে, তাক্বলীদ নাজায়েয।

হাফেয ইবনু হাযম বলেছেন,

وَقد صَحَّ اجماع جَمِيع الصحابة رضى الله عَنْهُم اولهم عَن آخِرهم واجماع جَمِيع التَّابِعين اولهم عَن آخِرهم على الِامْتِنَاع وَالْمَنْع من ان يقْصد مِنْهُم أحَدٌ الى قَول انسان مِنْهُم اَوْ مِمَّن قبلهم فَيَأْخذهُ كُله فَليعلم من أَخذ بِجَمِيع قَول ابي حنيفة اَوْ جَمِيع قَول مَالك اَوْ جَمِيع قَول الشَّافِعِي اَوْ جَمِيع قَول احْمَد بن حَنْبَل رضى الله عَنْهُم مِمَّن يتَمَكَّن من النّظر وَلم يتْرك من اتبعهُ مِنْهُم الى غَيره انه قد خَالف اجماع الأمة كلهَا عَن آخرهَا وَاتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نَعُوذ بِاللهِ من هَذِه المنزلة وَأَيْضًا فان هَؤُلَاءِ الأفاضل قد نهوا عَن تقليدهم وتقليد غَيرهم فقد خالفهم من قلدهم-

‘শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ছাহাবী এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল তাবেঈ-এর ইজমা সাব্যস্ত রয়েছে যে, তাদের মধ্য হ’তে বা (নবী ব্যতীত) তাদের আগের কোন ব্যক্তির সকল কথাকে গ্রহণ করা নিষেধ ও নাজায়েয। যে ব্যক্তি আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মধ্য হ’তে কোন একজনের সকল কথা গ্রহণ (অর্থাৎ তাক্বলীদ) করে, তার ইলম থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের মধ্য হ’তে যার অনুসরণ করে তার কোন কথাকে বর্জন করে না, তবে সে জেনে রাখুক যে, সে পুরো উম্মতের ইজমার বিপরীত

করে। সে মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করেছে। আমরা এ অবস্থা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। তাছাড়া এ সকল সম্মানিত আলেম তাদের ও অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের তাক্বলীদ করল সে তাদের বিরোধিতা করল’।[১১৪]

ছাহাবীদের আছার দ্বারা তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقَلِّدُوا دِينَكُمُ الرِّجَالَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَبِالْأَمْوَاتِ لَا بِالْأَحْيَاءِ-

ভাবার্থ : ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে লোকদের তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তোমরা (আমার কথা) অস্বীকার কর, তবে মৃতদের (আনুগত্য করবে), জীবিতদের নয়’।[১১৫]

জ্ঞাতব্য : এই অনুবাদে ‘আনুগত্য’ শব্দটি ত্বাবারাণীর বর্ণনার দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা হয়েছে।[১১৬]

(২) ইমাম ওয়াকী‘ ইবনুল জার্রাহ (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمْ عِنْدَ ثَلَاثٍ: دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ، وَزَلَّةِ عَالِمٍ، وَجِدَالِ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: أَمَّا دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ فَقَدْ هُدِيَ، وَمَنْ لَا فَلَيْسَ بِنَافِعَتِهِ دُنْيَاهُ، وَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، فَإِنِ اهْتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ دِينَكُمْ وَإِنْ فُتِنَ فَلَا تَقْطَعُوا مِنْهُ آنَاتِكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُفْتَنُ ثُمَّ يُفْتَنُ، ثُمَّ يَتُوبُ-

১১৪. আন-নুবযাতুল কাফিয়া ফী আহকামি উছূলিদ্দীন, পৃঃ ৭১; সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু ‘আলা মান উখলিদা ইলাল ‘আরয, পৃঃ ১৩১, ১৩২।

১১৫. আস-সুনানুল কুবরা, ২/১০, সনদ ছহীহ।

১১৬. আল-মু‘জামুল কাবীর, ৯/১৬৬, হা/৮৭৬৪।

‘মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, যখন তিনটি বিষয় দৃশ্যমান হবে তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? দুনিয়া যখন তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে, আলেমের পদস্খলন এবং মুনাফিকের কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা। তারা চুপ থাকল। তখন মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বললেন, গর্দান উড়িয়ে দেয়া দুনিয়া (অর্থাৎ সম্পদের আধিক্য) সম্পর্কে শুন! আল্লাহ যার অন্তরকে ধনী করে দিয়েছেন সে হেদায়াত পেয়ে গেছে। আর যে ধনী হয়নি দুনিয়া তার কোন উপকার করতে পারবে না। আর আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হল, যদি তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত হন তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করবে না। আর যদি তিনি ফিৎনায় পতিত হন তবে তার ব্যাপারে হতাশ হবে না। কেননা মুমিন ফিৎনায় পতিত হয়, অতঃপর ফিৎনায় পতিত হয়, অতঃপর তওবা করে’।[১১৭]

শু‘বাহ : তিনি নির্ভরযোগ্য, হাফেয ও মুতকিন।[১১৮] আমর বিন মুর্রাহ্‌র কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ (আল-মুরাদী) صدوق تغير حفظه সত্যবাদী, তার হিফয (বার্ধক্যজনিত কারণে) পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল’।[১১৯]

আমর বিন মুর্রাহ্‌র উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হ’ল যে, আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ মুখস্থ শক্তি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আগেই এটি বর্ণনা করেছেন।[১২০]

আমর বিন মুর্রাহ এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন সালামাহ-এর সনদকে নিম্নোক্ত মুহাদ্দিছগণ ‘ছহীহ’ ও ‘হাসান’ বলেছেন- ইবনু খুযায়মাহ (হা/২০৮), ইবনু হিব্বান (মাওয়ারিদ, হা/৭৯৬, ৭৯৭), তিরমিযী (হা/১৪৬), হাকেম (১/১৫২, ৪/১০৭), যাহাবী, বাগাবী, ইবনুস সাকান, আব্দুল হক ইশবীলী। তাদের সবার উপর আল্লাহ রহম করুন!

হাফেয ইবনু হাজার এই সনদ সম্পর্কে বলেছেন, وَالْحَقُّ أَنَّهُ مِنْ قَبِيْلِ الْحَسَنِ يَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ ‘আর সত্য এটা যে, এ হাদীছটি হাসান-এর প্রকারের মধ্যে হ’তে, যা দলীলের উপযুক্ত’।[১২১]

---

১১৭. কিতাবুয যুহদ, ১/২৯৯, ৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান।
১১৮. আত-তাক্বরীব, জীবনী ক্রমিক নং ২৭৯০।
১১৯. ঐ, জীবনী ক্রমিক নং ৩৩৬৪।
১২০. দ্রঃ মুসনাদুল হুমায়দী, আমার তাহক্বীক্বসহ, ১/৪৩, ৪৪, হা/৫৭।
১২১. ফাৎহুল বারী, ১/৪০৮, হা/৩০৫।

মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর এ বক্তব্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও বিদ্যমান রয়েছে- আবুদাঊদের কিতাবুয যুহদ (হা/১৯৩, এর মুহাক্কিক্ব বলেছেন, এর সনদ হাসান, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ১৭৭, এর মুহাক্কিকগণ বলেছেন, এর সনদ হাসান), আবু নু‘আইমের হিলয়াতুল আউলিয়া (৫/৯৭), ইবনু আব্দিল বার্র-এর জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি (২/১৩৬, অন্য সংস্করণ, ২/১১১), ইবনু হাযম-এর আল-ইহকাম (৬/২৩৬), ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন (১/৩৭৭, ৩৭৮, সনদ বিহীন), কানযুল উম্মাল (৬/৪৮, ৪৯, হা/৪৩৮৮১, সনদ বিহীন), দারাকুৎনীর আল-ইলাল (৬/৮১, প্রশ্ন নং ৯৯২)। একে দারাকুৎনী ও আবু নু‘আইম ইস্পাহানী ছহীহ বলেছেন। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেছেন, وَقَدْ صَحَّ عَنْ مُعَاذٍ ‘এটি মু‘আয হ’তে ছহীহ (সাব্যস্ত) হয়েছে’।[১২২]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ছাহাবীদের মধ্য থেকে কেউই এই মাসআলায় ইবনু মাস‘ঊদ এবং মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-এর বিরোধী নন। সুতরাং এ ব্যাপারে ছাহাবীদের ইজমা রয়েছে যে, তাক্বলীদ করা যাবে না। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

সালাফে ছালেহীনের বক্তব্যের মাধ্যমে তাক্বলীদের খণ্ডন :

(১) ইমাম (আমের বিন শুরাহবীল) আশ-শা‘বী (তাবেঈ, মৃঃ ১০৪ হিঃ) বলেছেন,

مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمْ، فَأَلْقِه فِي الْحُشِّ-

‘এরা তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে যা বর্ণনা করে সেগুলিকে গ্রহণ কর। আর যা তাদের রায় হ’তে (কুরআন-সুন্নাহ্র বিপরীতে) বলে সেগুলিকে আবর্জনায় নিক্ষেপ কর’।[১২৩]

(২) ইমাম হাকাম (বিন উতায়বা) বলেছেন, ليس أحد من الناس إلا وأنت آخذ من قوله أو تارك إلا النبي صلى الله عليه وسلم- ‘নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তির কথা আপনি গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন’।[১২৪]

---

১২২. ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন, ২/২৩৯।
১২৩. দারেমী, ১/৬৭, হা/২০৪, সনদ ছহীহ।

(৩) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ)-এর সামনে কোন ব্যক্তি তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ)-এর বক্তব্যকে পেশ করলে তিনি বললেন, مَا تَصْنَعُ بِحَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের মুকাবিলায় সাঈদ বিন জুবায়েরের বক্তব্য দিয়ে তুমি কি করবে?'।[১২৫]

(৪) ইমাম মুযানী (রহঃ) বলেছেন,

اِخْتَصَرْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عِلْمِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ، رَحِمَهُ اللهُ، وَمِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ لِأُقَرِّبَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامِهِ نَهْيَهُ عَنْ تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدِ غَيْرِهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ لِدِينِهِ وَيَحْتَاطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ–

'আমি এ গ্রন্থটি (ইমাম) মুহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেঈ (রহঃ)-এর ইলম থেকে সংক্ষিপ্ত করেছি। যাতে যে ব্যক্তি তা অনুধাবন করতে চায় সে সহজেই অনুধাবন করতে পারে। এর সাথে আমার ঘোষণা এই যে, ইমাম শাফেঈ নিজের ও অন্যের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনকে সামনে রাখে এবং নিজের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে'।[১২৬]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, كُلُّ مَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَلَا تُقَلِّدُونِي– 'আমার প্রত্যেকটি বক্তব্য, যা রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছের বিপরীত হবে (তাকে বর্জন কর)। কারণ নবীর কথা সবচেয়ে উত্তম। আর তোমরা আমার তাক্বলীদ কর না'।[১২৭]

(৫) ইমাম আবুদাঊদ সিজিস্তানী (রহঃ) বলেছেন, 'আমি (ইমাম) আহমাদ (বিন হাম্বল)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (ইমাম) আওযাঈ কি (ইমাম)

---

১২৪. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ।
১২৫. ঐ, ৬/২৯৩, সনদ ছহীহ।
১২৬. আল-উম্ম/মুখতাছারুল মুযানী, পৃঃ ১।
১২৭. ইবনু আবী হাতিম, আদাবুশ শাফেঈ ওয়া মানাকিবুহু, পৃঃ ৫১, সনদ হাসান।

মালেকের চেয়ে বেশী হাদীছের অনুসারী? তিনি বললেন, لَا تُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَداً مِنْ هَؤُلَاءِ 'তোমার দ্বীনের ব্যাপারে এদের একজনেরও তাক্বলীদ করবে না'।[১২৮]

(৬) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একদিন কাযী আবু ইউসুফকে বললেন,

وَيْحَكَ يَا يَعْقُوْبُ! لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي؛ فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى اَلرَّأْيَ الْيَوْمَ، وَأَتْرُكُهُ غَداً، وَأَرَى اَلرَّأْيَ غَداً، وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ-

'হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! তোমার ধ্বংস হউক! আমার থেকে যা শ্রবণ করবে তার সবকিছুই লিখে রাখবে না। কারণ আমি আজকে একটি রায় দেই এবং আগামীকাল তা পরিত্যাগ করি। আবার আগামীকাল একটা রায় দেই পরশু তা বর্জন করি'।[১২৯]

(৭) ইমাম আবু মুহাম্মাদ ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল কাসেম কুরতুবী বায়ানী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে كِتَابُ الْإِيضَاحِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُقَلِّدِيْنَ (কিতাবুল ঈযাহ ফির-রদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন) নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন।[১৩০]

(৮) ইমাম ইবনু হাযম বলেছেন, وَالتَّقْلِيْدُ حَرَامٌ 'আর তাক্বলীদ হারাম'।[১৩১]

তিনি আরো বলেছেন, والعامي والعالم فِي ذَلِك سَوَاء وعَلى كل أحَدٍ حَظه الَّذِي يقدر عَلَيْهِ من اِلاجْتِهَاد- 'এ ব্যাপারে (তাক্বলীদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে) সাধারণ মানুষ ও আলেম সমান। আর প্রত্যেকের উপর স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ যরূরী'।[১৩২]

---

১২৮. মাসায়েলে আবুদাঊদ, পৃঃ ২৭৭।

১২৯. তারীখু ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ২/৬০৭, ক্রমিক নং ২৪৬১, সনদ ছহীহ; তারীখু বাগদাদ, ১৩/৪২৪।

১৩০. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৩/৩২৯, ক্রমিক নং ১৫০।

১৩১. আন-নুবযাতুল কাফিয়া ফী আহকামি উছূলিদ দ্বীন, পৃঃ ৭০।

১৩২. ঐ, পৃঃ ৭১।

হাফেয ইবনু হাযম যাহেরী স্বীয় আক্বীদার গ্রন্থে লিখেছেন, وَلاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُّقَلِّدَ أَحَداً لاَ حَياًّ وَلاَ مَيِّتاً 'কারো জন্য জীবিত বা মৃত কারো তাক্বলীদ করা বৈধ নয়'।[১৩৩]

প্রতীয়মান হ'ল যে, তাক্বলীদ না করার মাসআলা আক্বীদার মাসআলা। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

(৯) ইমাম আবু জা'ফর ত্বাহাবী (হানাফী) হ'তে বর্ণিত, وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلاَّ عَصَبِيٌّ أَوْ غَبِيٌّ 'গোঁড়া ও নির্বোধ ছাড়া কেউ তাক্বলীদ করে কি?'।[১৩৪]

(১০) আয়নী হানাফী বলেছেন, فَالْمُقَلِّدُ ذُهْلٌ وَالْمُقَلِّدُ جَهْلٌ وَآفَةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ التَّقْلِيْدِ– 'মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়। আর সকল কিছুর বিপদ তাক্বলীদ থেকে আসে'।[১৩৫]

(১১) যায়লাঈ হানাফী বলেছেন, فالمقلد ذهل والمقلد جهل 'আর মুক্বাল্লিদ ভুল করে এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল হয়'।[১৩৬]

(১২) ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাক্বলীদের বিরুদ্ধে জোরালো আলোচনা করার পর বলেছেন, وَأَمَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّةِ تَقْلِيدُ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ فَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ– 'আর কেউ যদি এ কথা বলে যে, সাধারণ মানুষের উপর অমুক অমুকের তাক্বলীদ ওয়াজিব। তাহ'লে এ কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না'।[১৩৭] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ নিজেও তাক্বলীদ করতেন না।[১৩৮]

হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

---

১৩৩. কিতাবুদ দুর্রাহ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু, পৃঃ ৪২৭।
১৩৪. লিসানুল মীযান, ১/২৮০।
১৩৫. আল-বিনায়া শারহুল হিদায়াহ, ১/৩১৭।
১৩৬. নাছবুর রায়াহ, ১/২১৯।
১৩৭. মাজমূ' ফাতাওয়া, ২২/২৪৯।
১৩৮. দ্রঃ ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ২/২৪১,২৪২।

وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقْلِيدُ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْتِزَامُ مَذْهَبِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَا يُوجِبُهُ وَيُخْبِرُ بِهِ-

'কোন একজন মুসলমানের উপরেও আলেমদের মধ্য হ'তে কোন একজন নির্দিষ্ট আলেমের প্রতিটি কথায় তাক্বলীদ ওয়াজিব নয়। রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাযহাবকে আবশ্যিকভাবে আঁকড়ে ধরা কোন একজন মুসলমানের উপরেও ওয়াজিব নয় যে, প্রতিটি বিষয়ে তার আনুগত্য শুরু করে দিবে'।[১৩৯]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ আরো বলেছেন,

مَنْ نُصِبَ إِمَامًا فَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ مُطْلَقًا اعْتِقَادًا أَوْ حَالًا فَقَدْ ضَلَّ فِي ذَلِكَ كَأَئِمَّةِ الضَّلَالِ الرَّافِضَةِ الْإِمَامِيَّةِ-

'যে ব্যক্তি একজন ইমামকে নির্ধারণ করে নিঃশর্তভাবে তার আনুগত্যকে আবশ্যক আখ্যা দিয়েছে, বিশ্বাসগতভাবে হৌক বা আমলগতভাবে, তাহ'লে সে ব্যক্তি ভ্রান্ত রাফেযী ইমামিয়াদের নেতাদের মত গোমরাহ'।[১৪০]

(১৩) আল্লামা সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ) 'কিতাবুর রদ্দি আলা মান উখলিদা ইলাল আরয ওয়া জাহিলা আন্নাল ইজতিহাদা ফী কুল্লি আছরিন ফারয' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রকাশক : আব্বাস আহমাদ আল-বায, দারুল বায, মক্কা মুকাররামাহ। এ গ্রন্থে তিনি 'তাক্বলীদের অপকারিতা' (بَابُ فَسَادِ التَّقْلِيْدِ) শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন (পৃঃ ১২০) এবং তাক্বলীদের খণ্ডন করেছেন।

আল্লামা সুয়ূত্বী বলেছেন,

والذي يجب أن يقال كل من انتسب الي غير رسول الله صلي الله عليه وسلم يوالي علي ذلك ويعادي عليه فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء كان في الاصول أو الفروع-

---

১৩৯. মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২০৯।
১৪০. ঐ, ১৯/৬৯।

'এটি বলা ওয়াজিব (ফরয) যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন ইমামের দিকে সম্বন্ধিত হয়ে যায় এবং এই সম্বন্ধকরণের উপর সে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা পোষণ করে, তবে সে বিদ'আতী এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। চাই (এই সম্বন্ধ) মূলনীতিতে হোক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে হোক'।[১৪১]

(১৪) শায়খ, বড় আলেম, মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ফাখের বিন মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া বিন মুহাম্মাদ আমীন আব্বাসী সালাফী ইলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪ হিঃ) তাক্বলীদ করতেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের উপরে আমল করতেন এবং নিজে ইজতিহাদ করতেন।[১৪২]

ইমাম মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী বলেছেন, 'তাক্বলীদ' অর্থ দলীল অবগত না হয়ে কারো কথার উপরে আমল করা। কোন বর্ণনাকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী আমল করাকে তাক্বলীদ বলে না। আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, দ্বীনের মূলনীতিসমূহে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ। জমহূরের নিকটে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব। তাক্বলীদের বিদ'আত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মলাভ করেছে'।[১৪৩]

মুহাদ্দিছ ফাখের (রহঃ) বলেছেন, 'নাজাত প্রত্যাশীর জন্য আবশ্যক হ'ল যে, প্রথমে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের আক্বীদা সমূহকে ঠিক করবে। আর এ ব্যাপারে কারো কথা ও কাজের দিকে অবশ্যই ভ্রূক্ষেপ করবে না'।[১৪৪]

উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'আহলে সুন্নাতের সকল মাযহাবে হক বিদ্যমান রয়েছে এবং সকল মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হকের কিছু না কিছু অংশ পেয়েছেন। কিন্তু আহলেহাদীছের মাযহাব অন্য সব মাযহাবের চেয়ে বেশী হকের উপরে আছে'।[১৪৫]

জ্ঞাতব্য : আল্লামা মুহাম্মাদ ফাখের (রহঃ)-এর মৃত্যু ১১৬৪ হিজরীর অনেক পরে দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ ক্বাসেম নানূতুবী (জন্ম ১২৪৮

---

১৪১. আল-কানযুল মাদফূন ওয়াল ফুলকুল মাশহূন, পৃঃ ১৪৯।
১৪২. নুযহাতুল খাওয়াত্বির ৬/৩৫০, জীবনী ক্রমিক নং ৬৩৬।
১৪৩. রিসালাহ নাজাতিয়াহ, পৃঃ ৪১-৪২।
১৪৪. ঐ, পৃঃ ১৭।
১৪৫. ঐ, পৃঃ ৪১।

হিঃ) এবং ব্রেলী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (জন্ম ১২৭২ হিঃ) ছাহেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

(১৫) শায়খ ইমাম ছালেহ বিন মুহাম্মাদ আল-উমরী আল-ফুল্লানী (মৃঃ ১২১৮ হিঃ) তাক্বলীদের খণ্ডনে একটি শক্তিশালী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর নাম হ'ল 'ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার লিল-ইকতিদা বি-সাইয়িদিল মুহাজিরীন ওয়াল আনছার ওয়া তাহযীরুহুম 'আনিল ইবতিদা আশ-শায়ে' ফিল কুরা ওয়াল আমছার, মিন তাক্বলীদিল মাযাহিব মা'আল হামিয়্যাতি ওয়াল আছাবিয়্যাতি বায়না ফুক্বাহাইল আ'ছার' (ايقاظ همم أولى الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع فى القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار) এটি পুরাটাই একটি গ্রন্থের নাম, যেটি 'ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার' নামে প্রসিদ্ধ।

(১৬) শায়খ হুসায়েন বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেছেন,

عقيدة الشيخ رحمه الله.. اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض أقوال العلماء على ذلك، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به، وما خالف ذلك رددناه على قائله.

'শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের আক্বীদা হ'ল, যার উপর কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল আছে তার অনুসরণ করা এবং বিদ্বানদের উক্তি সমূহকে এর উপর (কুরআন ও সুন্নাহ) পেশ করা। যেটি কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে হবে সেটি আমরা গ্রহণ করি এবং তার উপর ফৎওয়া দেই। আর যা তার (কুরআন ও সুন্নাহ্র) বিপরীত হয় সেটিকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি'।[১৪৬]

(১৭) আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সঊদ (সঊদী আরবের বাদশাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ মাযহাব সমূহের তাক্বলীদ করে না। এ ব্যক্তি কি মুক্তি পাবে? সুলতান আব্দুল আযীয বললেন,

---

১৪৬. আদ-দুরারুস সানিইয়া, ১/২১৯-২২০, অন্য সংস্করণ, ৪/১২-১৪; আল-ইক্বনা' বিমা জা-আ আন আইম্মাতিদ দাওয়াহ মিনাল আক্বওয়ালি ফিল-ইত্তিবা', পৃঃ ২৭।

من عبد الله وحده لا شريك له، فلم يستغث إلا بالله، ولم يدع إلا الله وحده، ولم يذبح إلا لله وحده، ولم ينذر إلا لله وحده، ولم يتوكل إلا عليه، ويذب عن دين الله، وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته، فهو ناج بلا شك، وإن لم يعرف هذه المذاهب المشهورة–

'যে ব্যক্তি এক ও লা শরীক (শরীক বিহীন) আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই দো'আ করবে। আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য যবেহ করবে না এবং স্রেফ আল্লাহ্‌র জন্যই মানত করবে। একমাত্র তাঁর উপরেই ভরসা করবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনকে রক্ষা করবে এবং এর মধ্য হ'তে যা জেনেছে তার উপর সাধ্যানুযায়ী আমল করবে। এরূপ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবে। যদিও সে এ প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলিকে না চিনে'।[১৪৭]

(১৮) সঊদী আরবের মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেছেন, وانا الحمد لله لست بمتعصب ولكني احكم الكتاب والسنة وابني فتاواي علي ما قاله الله ورسوله، لا علي تقليد الحنابلة ولا غيرهم– 'আল-হামদুলিল্লাহ আমি গোঁড়া নই। কিন্তু আমি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়ছালা দেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর আমার ফৎওয়া সমূহের ভিত্তি নির্মাণ করি। হাম্বলী বা অন্যদের তাক্বলীদের উপরে নয়'।[১৪৮]

(১৯) ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদিঈ (রহঃ) বলেছেন, التقليد حرام لا يجوز لمسلم ان يقلد في دين الله 'তাক্বলীদ হারাম। কোন মুসলমানের জন্য আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে কারো তাক্বলীদ করা জায়েয নয়'।[১৪৯]

শায়খ মুক্ববিল (রহঃ) আরো বলেছেন, فالتقليد لا يجوز والذين يبيحون تقليد العامي للعالم نقول لهم اين الدليل؟ 'তাক্বলীদ জায়েয নয়। যারা সাধারণ

---

১৪৭. আদ-দুরারুস সানিইয়া ২/১৭০-১৭৩ নতুন সংস্করণ, আল-ইক্বনা', পৃঃ ৩৯-৪০।
১৪৮. আল-মাজাল্লাহ, সংখ্যা ৮০৬, ২৫শে ছফর, ১৪১৬ হিঃ, পৃঃ ২৩; আল-ইক্বনা', পৃঃ ৯২।
১৪৯. তুহফাতুল মুজীব আলা আসইলাতিল হাযির ওয়াল গারীব, পৃঃ ২০৫।

মানুষের জন্য আলেমের তাক্বলীদ করার বৈধতা দেন তাদেরকে আমরা বলি, (এর) দলীল কোথায়'?[১৫০]

শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী (রহঃ) ছাত্রদেরকে নছীহত করেছেন, نصيحتي لطلبة العلم : الابتعاد عن التقليد قال الله سبحانه وتعالي: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'ছাত্রদের জন্য আমার নছীহত হ'ল, তাক্বলীদ থেকে দূরে অবস্থান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*।[১৫১]

(২০) মদীনা ত্বাইয়েবার নির্ভেজাল আরবী সালাফী শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী বিন আলী আল-মাদখালী হাফিযাহুল্লাহ তাক্বলীদের খণ্ডনে 'আল-ইক্বনা' বিমা জা-আ 'আন আইম্মাতিদ দাওয়াহ মিনাল আক্বওয়াল ফিল-ইত্তিবা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আমি যখন শায়খের বাসায় গিয়েছিলাম তখন তিনি নিজ হাতে এই গ্রন্থটি আমাকে দিয়েছিলেন। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

এ জাতীয় আরো অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। যেগুলি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাক্বলীদকে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে স্বর্ণ যুগে ইজমা ছিল এবং পরে জমহূরের এই মাসলাক, মাযহাব ও গবেষণা হ'ল যে, তাক্বলীদ জায়েয নয়।

জ্ঞাতব্য-১ : ইমাম খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) লিখেছেন,

أَمَا مَنْ يَسُوغُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِّيُّ: الَّذِي لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ عَالِمًا، وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ-

'যার জন্য তাক্বলীদ জায়েয আছে সে এমন সাধারণ মানুষ, যে শরী'আতের বিধি-বিধানের দলীলসমূহ জানে না। তার জন্য কোন আলেমের তাক্বলীদ করা জায়েয। সে আল্লাহ্র বাণী 'তোমরা জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস কর। যদি তোমরা না জানো'-এর উপর আমল করবে।[১৫২]

---

১৫০. ঐ, পৃঃ ২৬।
১৫১. গারাতিল আশরিত্বাহ 'আলা আহলিল জাহল ওয়াস-সাফসাতাহ, পৃঃ ১১-১২।
১৫২. আল-ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৮।

হাফেয ইবনু আব্দিল বার্র বলেছেন, وَهَذَا كُلُّهُ لِغَيْرِ الْعَامَّةِ؛ فَإِنَّ الْعَامَّةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَقْلِيدِ عُلَمَائِهَا عِنْدَ النَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَيَّنُ مَوْقِعَ الْحُجَّةِ وَلَا تَصِلُ لِعَدَمِ الْفَهْمِ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ– 'এসব (তাক্বলীদের নিষেধাজ্ঞা) সাধারণ জনগণ ব্যতীত অন্যদের (আলেমদের) জন্য। কেননা কোন মাসআলা সামনে আসলে সাধারণ জনগণ অবশ্যই আলেমদের তাক্বলীদ করবে। কেননা তার কাছে দলীল সুস্পষ্ট হয়নি। আর বুঝ না থাকার কারণে সে এর ইলম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না'।[১৫৩]

এ ধরনের উক্তি সমূহ অন্যান্য কতিপয় আলেমেরও আছে। যার সারাংশ এই যে, সাধারণ মানুষ (জাহেল) আলেমের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করবে। আর এটা 'তাক্বলীদ'!!

আরয হ'ল যে, সাধারণ মানুষের (জাহেল) আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কিন্তু পূর্বে বরাতসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি তাক্বলীদ নয় (বরং ইত্তিবা ও ইক্তিদা)। একে তাক্বলীদ বলা ভুল।

সাধারণ মানুষ দু'টি ইজতিহাদ করে-

(১) সে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আহলে সুন্নাতের আলেমকে নির্বাচন করে। যদি সে দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বিদ'আতী আলেমকে নির্বাচন করে নেয় তাহ'লে ছহীহ বুখারীর হাদীছ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ 'তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে ও অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করবে' *(বুখারী হা/৭৩০৭)*-এর আলোকে গোমরাহ হ'তে পারে।

(২) সে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন আহলে সুন্নাতের আলেমের নিকটে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে যে, আমাকে দলীল দ্বারা জবাব দিন। সাধারণ মানুষের এটিই হ'ল ইজতিহাদ (প্রচেষ্টা)।[১৫৪]

সাধারণ মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, الصّرْف الْجَاهِل الَّذِي لَا يعرف مَعَانِي النُّصُوص وَالْأَحَادِيث وتأويلاتها– 'নিরেট মূর্খ যে নুছূছ ও হাদীছ সমূহের অর্থ এবং এগুলির ব্যাখ্যা জানে না'।[১৫৫]

---

১৫৩. জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি, ২/১১৪; আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয, পৃঃ ১২৩।
১৫৪. আরো দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/২০৪; ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ৪/২১৬; ঈক্বাযু হিমামি উলিল আবছার, পৃঃ ৩৯।

সাধারণ মানুষ যদি জঙ্গলে থাকে এবং কেবলার দিক তার জানা না থাকে, তবে সে ছালাত আদায় করার জন্য চেষ্টা (ইজতিহাদ) করবে।

একজন সাধারণ মানুষ যদি (যেমন দেওবন্দী) স্বীয় মৌলভী, যেমন- ইউনুস নো'মানী (দেওবন্দী)-এর নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করে তবে কেউই এটা বলে না যে, এ সাধারণ মানুষটি ইউনুস নো'মানীর মুক্বাল্লিদ হয়ে গেছে এবং এখন সে হানাফী নয় বরং ইউনুসী!

জ্ঞাতব্য-২ : খত্বীব বাগদাদী, ইবনু আব্দিল বার্র এবং অন্যরা আলেমদের জন্য তাক্বলীদ না জায়েয বলেছেন। এর বিপরীতে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ এটি বলে বেড়ান যে, আলেমের উপরেও তাক্বলীদ ওয়াজিব। একারণেই তাদের নামসর্বস্ব আলেমদেরকেও মুক্বাল্লিদ বলা হয়।

জ্ঞাতব্য-৩ : কতিপয় আলেমের নামের আগে-পিছে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী শব্দ যুক্ত থাকে। যার দ্বারা কতিপয় ব্যক্তি এই দলীল গ্রহণ করে যে, এসব আলেম মুক্বাল্লিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই দলীল গ্রহণ বাতিল হওয়ার কতিপয় দলীল নিম্নরূপ-

(১) হানাফী ও শাফেঈ আলেমগণ স্বয়ং কঠিনভাবে তাক্বলীদকে খণ্ডন করে রেখেছেন।[১৫৬]

(২) এই আলেমদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাক্বলীদকে অস্বীকার করতেন। শাফেঈদের আলেম আবু বকর আল-ক্বাফফাল, আবু আলী ও ক্বাযী হুসায়েন থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছেন, لَسْنَا مُقَلِّدَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، بَلْ وَافَقَ رَأْيُنَا رَأْيَهُ 'আমরা শাফেঈর মুক্বাল্লিদ নই। বরং আমাদের মত তাঁর মতের সাথে মিলে গেছে'।[১৫৭]

আলেমগণ স্বয়ং ঘোষণা করছেন যে, আমরা মুক্বাল্লিদ নই। আর মুক্বাল্লিদরা চেচামেচি করছেন যে, এই আলেমগণ অবশ্যই মুক্বাল্লিদ।

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

১৫৫. ঈক্বাযু হিমাম-এর বরাতে খাযানাতুর রিওয়ায়াত, পৃঃ ৩৮।
১৫৬. দ্রঃ উদ্ধৃতি-৯ (আবু জা'ফর ত্বাহাভী), উদ্ধৃতি-১০ (আয়নী), উদ্ধৃতি-১১, (যায়লাঈ) ও অন্যরা।
১৫৭. আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, আন-নাফে'উল কাবীর লি-মাই য়ুত্বালি'উ আল-জামে' আছ-ছাগীর/ত্বাবাক্বাতুল ফুক্বাহা, পৃঃ ৭; তাক্বরীরাতুর রাফেঈ, ১/১১; আত-তাক্বরীর ওয়াত-তাহবীর, ৩/৪৫৩।

Contents

(৩) কোন নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে এ উক্তি প্রমাণিত নয় যে, اَنَا مُقَلِّدٌ 'আমি মুক্বাল্লিদ'!!

জ্ঞাতব্য-৪ : কতিপয় আলেমকে ত্বাবাক্বাতুশ শাফেঈইয়া, ত্বাবাক্বাতুল হানাফিইয়া, ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এর দলীল নয় যে, এ আলেমগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/২৮) ও ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া (আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব, পৃঃ ৩২৬, জীবনী ক্রমিক নং ৪৩৭) গ্রন্থে উল্লেখিত আছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ত্বাবাক্বাতুল মালিকিইয়া ও ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ-তে উল্লেখিত আছে। এই দু'জন ইমামও কি মুক্বাল্লিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? আসল কারণ হ'ল, উস্তাদী-শাগরেদী কিংবা নিজেদের নাম বাড়ানো ইত্যাদির জন্য এই আলেমদেরকে ত্বাবাক্বাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি তাদের মুক্বাল্লিদ হওয়ার দলীল নয়। এই দীর্ঘ ভূমিকার পরে এখন মাস্টার আমীন উকাড়বী ছাহেবের 'তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে তাক্বলীদ' পুস্তিকার জবাব পেশ করা হ'ল। সূচনাতে মাস্টার ছাহেবের ইবারতের ফটো এবং তারপর ধারাবাহিকভাবে জবাবসমূহ লেখা হয়েছে। *ওয়াল-হামদুলিল্লাহ।*

আমীন উকাড়বীর দশটি মিথ্যাচার

(১) 'তাহক্বীক্ব' শব্দটি 'তাক্বলীদ'-এর বিপরীতার্থক। যখন তাহক্বীক্ব হবে তখন তাক্বলীদ খতম হয়ে যাবে। তাক্বলীদ তখনই আসে যখন তাহক্বীক্ব হয় না। এক গোঁড়া দেওবন্দী মৌলভী ইমদাদুল হক্ব শুয়ূবী (ফাযেলে জামে'আতুল উলূম আল-ইসলামিয়াহ, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচী) পরিষ্কার লিখেছেন, حققوا ولا تقلدوا 'তাহক্বীক্ব কর, তাক্বলীদ কর না'।[১৫৮]

প্রতীয়মান হ'ল যে, 'তাক্বলীদ' তাহক্বীক্বের বিপরীত। *আল-হামদুলিল্লাহ।*

তাহক্বীক্ব ও তাক্বলীদ একে অপরের বিপরীতার্থক। তাহক্বীক্বের মূল হ'ল 'হক'। যার অর্থ, প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ কথা ইত্যাদি। আর 'তাহক্বীক্ব'-এর অর্থ

---

১৫৮. হাক্বীক্বাতে হাক্বীক্বাতুল ইলহাদ, পৃঃ ২৩১, প্রকাশক: ইসলামী কুতুবখানা, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচী-৫।

প্রমাণ করা, ছহীহ বক্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা। অথচ 'তাক্বলীদ' তার একেবারেই বিপরীত- অপ্রমাণিত বক্তব্যসমূহকে মানা এবং আপন করে নেয়া।

(২) মুহাম্মাদ আমীন ছফদর ছাহেব 'হায়াতী' দেওবন্দীদের প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। লেখক তার বিস্তারিত জবাব 'আমীন উকাড়বী কা তা'আকুব', 'তাহক্বীক্ব জুযউ রফ'ইল ইয়াদায়েন' এবং 'তাহক্বীক্ব জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী'-তে লিখেছেন। উকাড়বী ছাহেবের মিথ্যাচার ও অপবাদগুলির উপর আলাদা গ্রন্থ সংকলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে তার দশটি মিথ্যাচার পেশ করা হ'ল-

(১) আমীন উকাড়বী বলেছেন, 'এর রাবী আহমাদ বিন সাঈদ দারেমী মুজাসসিমাহ ফিরক্বার বিদ'আতী'।[১৫৯]

পর্যালোচনা : ইমাম আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারেমী (রহঃ)-এর জীবনী 'তাহযীবুত তাহযীব'-এ (১/৩১-৩২) ও অন্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম প্রভৃতির রাবী এবং সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর প্রশংসা করেছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ثقة حافظ তিনি নির্ভরযোগ্য, (হাদীছের) হাফেয'।[১৬০]

তার উপর কোন মুহাদ্দিছ বা ইমাম বা আলেম মুজাস্সিমাহ ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপবাদ দেননি।

(২) উকাড়বী বলেছেন, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ 'খুৎবা ব্যতীত কোন জুম'আ নেই'।[১৬১]

পর্যালোচনা : এ শব্দের সাথে এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে অকাট্যরূপে সাব্যস্ত নেই। মালেকীদের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা'-তে ইবনু শিহাবের (আয-যুহরী) দিকে সম্পর্কিত একটি কথা লেখা হয়েছে, بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِخُطْبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَخْطُبْ صَلَّى الظُّهْرَ

১৫৯. মাস'উদী ফিরক্বা কে ই'তিরাযাত' কে জওয়াবাত, পৃঃ ৪১-৪২; তাজাল্লিয়াতে ছফদর, প্রকাশক : জমঈয়তে ইশা'আতুল উলূম আল-হানাফিয়া, ২/৩৪৮-৩৪৯।

১৬০. তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৩৯।

১৬১. মাজমূ'আ রাসায়েল, ২/১৬৯, ছাপা : জুন ১৯৯৩ ইং।

–أَرْبَعًا 'আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, খুৎবা ব্যতীত কোন জুম'আ নেই। আর যে খুৎবা দেয়নি সে চার রাক'আত যোহর পড়বে' *(১/১৪৭)*।

এই অপ্রমাণিত বক্তব্যকে উকাড়বী ছাহেব সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[১৬২]

(৪) উকাড়বী ছিহাহ সিত্তার কেন্দ্রীয় রাবী ইবনু জুরায়েজ সম্পর্কে বলেছেন, 'এটাও স্মতর্ব্য যে, এই ইবনু জুরায়েজ সেই ব্যক্তি যিনি মক্কায় 'মুত'আ'র (সাময়িক সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিবাহ) সূচনা করেন এবং নয়জন মহিলার সাথে 'মুত'আ' করেন' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায)*।[১৬৩]

পর্যালোচনা : যাহাবীর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (১/১৬৯-৭১) গ্রন্থে ইবনু জুরায়েজের জীবনী উল্লেখ আছে। কিন্তু 'মুত'আ বিবাহের সূচনা করার কোন উল্লেখ নেই। এটা উকাড়বীর নির্জলা মিথ্যাচার। বাকী থাকল এ কথাটি যে, ইবনু জুরায়েজ নয়জন মহিলার সাথে মুত'আ করেছিলেন। তাযকিরাতুল হুফ্ফায (পৃঃ ১৭০-১৭১)-এর বরাত অনুসারে। এটিও প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম যাহাবী ইবনু আব্দিল হাকাম পর্যন্ত কোন সনদ বর্ণনা করেননি।

সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী লিখেছেন, 'সনদবিহীন কথা হুজ্জাত হ'তে পারে না'।[১৬৪]

(৫) একটি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা সম্পর্কে উকাড়বী ছাহেব লিখেছেন, 'কিন্তু ত্বাহত্বাভীর (১/১৬০) পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মুখতার স্বয়ং এই হাদীছটি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন'।[১৬৫]

পর্যালোচনা : ত্বাহাভীর মা'আনিল আছার (বৈরূত ছাপা, ১/২১৯; এইচ এম সাঈদ কোম্পানীর নুসখা, আদব মনযিল, পাকিস্তান, চক করাচী, ১/১৫০) গ্রন্থে লিখিত আছে,

عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

---

১৬২. এরপরের ৩নং পয়েন্ট-এর আলোচনা বাদ দেওয়া হয়েছে।- সম্পাদক।

১৬৩. মাজমূ'আ রাসায়েল, ৪/১৬৪।

১৬৪. আহসানুল কালাম, ১/৩২৭ দ্বাদশ সংস্করণ।

১৬৫. জুযউল ক্বিরাআত লিল-বুখারী, উকাড়বীর পরিবর্তনসহ, পৃঃ ৫৮, হা/৩৮-এর আলোচনা দ্রঃ।

এ কথা সাধারণ ছাত্রদেরও জানা আছে যে, قَالَ (তিনি বলেছেন) এবং سَمِعْتُ (আমি শ্রবণ করেছি)-এর মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। قَالَ শব্দটি শ্রবণের ঘোষণার অত্যাবশ্যকীয় দলীল হয় না। জুযউল ক্বিরাআত-এর একটি বর্ণনায় ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, قَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ‘আবু নু‘আঈম আমাদেরকে বলেছেন’ *(হা/৪৮)*।

এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে উকাড়বী বলেছেন, ‘এই সনদে না বুখারী (রহঃ)-এর সামা‘ (শ্রবণ) আবু নু‘আঈম থেকে আছে, আর ইবনু আবিল হাসানাও অপরিচিত’।[১৬৬]

(৬) উকাড়বী বলেছেন, ‘আর অন্য ‘ছহীহ সনদে’ উক্তি আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ‘ইমামের পিছে কোন ব্যক্তি ক্বিরাআত পড়বে না’।[১৬৭]

পর্যালোচনা : এ শব্দে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বায় রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ বিদ্যমান নেই। বরং এটি জাবের (রাঃ)-এর উক্তি। যাকে উকাড়বী ছাহেব মারফূ‘ হাদীছ বানিয়ে নিয়েছেন।

(৭) উকাড়বী বলেছেন, ‘হযরত ওমর (রাঃ) হযরত নাফে‘ এবং আনাস বিন সীরীনকে বলেছেন, تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ‘তোমার জন্য ইমামের ক্বিরাআতই যথেষ্ট’।[১৬৮]

পর্যালোচনা : আনাস বিন সীরীন (রহঃ) ৩৩ বা ৩৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।[১৬৯] আর ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে শহীদ হয়েছেন।[১৭০] নাফে‘ ওমর (রাঃ)-কে পাননি।[১৭১] প্রতীয়মান হ’ল যে, আনাস বিন সীরীন এবং নাফে‘ উভয়ই আমীরুল মুমিনীন ওমর (রাঃ)-এর যুগে জীবিতই ছিলেন না। তাহ’লে ‘বলেছেন’ সরাসরি মিথ্যাচার। যা উকাড়বী ছাহেব বানিয়ে নিয়েছেন।

---

১৬৬. জুযউল ক্বিরাআত, অনূদিত, পৃঃ ৬৪।
১৬৭. জুযউল ক্বিরাআত, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : আমীন উকাড়বী, পৃঃ ৬৩, হা/৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ।
১৬৮. জুযউল ক্বিরাআত, উকাড়বী, পৃঃ ৬৬, হা/৫১ দ্রঃ।
১৬৯. তাহযীবুত তাহযীব, ১/৩৭৪।
১৭০. তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৪৮৮৮।
১৭১. হাফেয ইবনু হাজার, ইতহাফুল মাহারাহ, ১২/৩৮৬, হা/১৫৮১০-এর পূর্বে।

(৮) উকাড়বী বলেছেন, 'তাক্বলীদে শাখছীকে অস্বীকার করা রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে শুরু হয়েছে। এর আগে তাক্বলীদকে অস্বীকার করা হ'ত না; বরং সবাই 'তাক্বলীদে শাখছী' করত'।[১৭২]

পর্যালোচনা : আহমাদ শাহ দুর্রানীকে পরাজিতকারী মোগল বাদশাহ আহমাদ শাহ বিন নাছিরুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহ (শাসনকাল : ১১৬১-১১৬৭ হিঃ)-এর যুগে মৃত্যুবরণকারী শায়খ মুহাম্মাদ ফাখের ইলাহাবাদী (মৃঃ ১১৬৪ হিঃ) বলেছেন যে, 'জমহূর-এর নিকটে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের তাক্বলীদ করা জায়েয নয়। বরং ইজতিহাদ ওয়াজিব। হিজরী চতুর্থ শতকে তাক্বলীদের বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে'।[১৭৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ও অন্যরা তাক্বলীদে শাখছীর বিরোধিতা করেছেন। ইমাম ইবনু হাযম ঘোষণা করেছেন যে, وَالتَّقْلِيْدُ حَرَامٌ 'তাক্বলীদ হারাম'।[১৭৪]

এঁরা সবাই রাণী ভিক্টোরিয়ার বহু আগে মারা গেছেন।

(৯) উকাড়বী বলেছেন, 'এটাই কারণ হ'ল যে, সকল মুহাদ্দিছ ইমাম চতুষ্টয়ের কারো না কারোর মুক্বাল্লিদ'।[১৭৫]

পর্যালোচনা : শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিঃ)-কে মুহাদ্দিছীনে কেরামের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, هَلْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُجْتَهِدِيْنَ لَمْ يُقَلِّدُوْا أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ؛ أَمْ كَانُوْا مُقَلِّدِيْنَ؟ 'এরা কি মুজতাহিদ ছিলেন? তারা কোন ইমামের তাক্বলীদ করেননি, নাকি তারা মুক্বাল্লিদ ছিলেন?'[১৭৬]

শায়খুল ইসলাম জবাবে বলেন,

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى

১৭২. তাজাল্লিয়াতে ছফদর, ২/৪১০, ফায়ছালাবাদ ছাপা।
১৭৩. রিসালাহ নাজাতিয়া, পৃঃ ৪১, ৪২।
১৭৪. আন-নুবযাতুল কাফিয়া, পৃঃ ৭০, ৭১।
১৭৫. মাজমূ'আ রাসায়েল, ৪/৬২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫ইং।
১৭৬. মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/৩৯।

وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. لَيْسُوا مُقَلِّدِينَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا هُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ–

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুত্বলাক্ব) ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। আর তারা মুজতাহিদ মুত্বলাক্বও ছিলেন না'।[১৭৭]

এ মর্মের এ বক্তব্যটি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও আছে- জাযায়েরী রচিত 'তাওজীহুন নাযার ইলা উছূলিল আছার' *(পৃঃ ১৮৫)*, সরফরায খান ছফদর দেওবন্দী রচিত 'আল-কালামুল মুফীদ ফী ইছবাতিত তাক্বলীদ' *(পৃঃ ১২৭, ছাপা : ১৪১৩ হিঃ)*, 'মা তামাস্‌সু ইলায়হিল হাজাহ লি-মাই য়ুত্বালিউ সুনান ইবনে মাজাহ' *(পৃঃ ২৬)*।

জ্ঞাতব্য : শায়খুল ইসলামের হাদীছের এই বড় ইমামদের সম্পর্কে এটি বলা যে, 'মুজতাহিদ মুত্বলাক্ব ছিলেন না' ভুল। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। *আমীন!*

(১০) উকাড়বী ছাহেব ইমাম আত্বা বিন আবী রাবাহ (রহঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি বলেছি, আদতেও এটি সাব্যস্ত নেই যে, আত্বার সাথে দু'শ ছাহাবীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আর এটা তো একেবারেই ভুল যে, ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত কোন একটি শহরে দু'শ ছাহাবী বিদ্যমান ছিলেন'।[১৭৮]

অন্য এক জায়গায় এই উকাড়বী ছাহেবই ঘোষণা করেছেন যে, 'মক্কা মুকার্‌রামাও ইসলাম এবং মুসলমানদের কেন্দ্র। হযরত আত্বা বিন আবী রাবাহ এখানকার মুফতী। দু'শ ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন'।[১৭৯]

পর্যালোচনা : এ দু'টি ইবারতের মধ্যে একটি ইবারত একেবারেই মিথ্যা। উকাড়বী ছাহেবের দশটি মিথ্যাচারের বর্ণনা শেষ হ'ল।[১৮০]

---

১৭৭. ঐ, ২০/৪০।

১৭৮. তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে আমীন, পৃঃ ৪৪; মাজমূ'আ রাসায়েল, ১/১৫৪, ছাপা : অক্টোবর ১৯৯১ইং।

১৭৯. নামাযে জানাযা মেঁ সূরায়ে ফাতিহা কী শারঈ হায়ছিয়াত, পৃঃ ৯; মাজমূ'আ রাসায়েল, ১/২৬৫।

১৮০. এরপর আমরা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের সুবিধার্থে মূল বইয়ের কিছু গুরুগম্ভীর ও জটিল আলোচনা (পৃঃ ৫২-৮০) বাদ দিয়েছি।- সম্পাদক।

তাক্বলীদ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব

শেষে তাক্বলীদ এবং তাক্বলীদপন্থীদের সম্পর্কে কতিপয় মানুষের কিছু প্রশ্ন এবং তার জবাব পেশ করা হ'ল-

প্রশ্ন-১ : তাক্বলীদ কাকে বলে?

জবাব : অভিধান এবং উছূলে ফিক্বহ-এর আলোকে চোখ বন্ধ করে এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই উম্মতের কোন ব্যক্তির দলীলবিহীন কথা মান্য করাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

নব্য মুক্বাল্লিদদের কর্মপদ্ধতির আলোকে 'কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত ও বিরোধী বক্তব্য' মানাকে তাক্বলীদ বলা হয়। মুক্বাল্লিদগণ কুরআন ও হাদীছকে দলীল মনে করেন না। বরং তাদের নিকট স্রেফ ইমামের কথাই দলীল হয়ে থাকে। দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাযিমাবাদ, করাচী-এর মুফতী মুহাম্মাদ (দেওবন্দী) লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য স্বীয় ইমামের কথাই সবচেয়ে বড় দলীল'।[১৮১]

প্রশ্ন-২ : হাদীছ মানাকে কি তাক্বলীদ বলে?

জবাব : হাদীছ মানাকে তাক্বলীদ বলে না; বরং ইত্তিবা বলা হয়। এর অর্থ, নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ মানা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অসংখ্য ফক্বীহ লিখেছেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়।

প্রশ্ন-৩ : ছিহাহ সিত্তাহ[১৮২] (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ) মানা এবং সেগুলির উপর আমল করা কি তাক্বলীদ নয়?

জবাব : জ্বি হাঁ, এটি তাক্বলীদ নয় বরং ইত্তিবা। ইত্তিবার দু'টি প্রকার রয়েছে- **প্রথম :** দলীলসহ ইত্তিবা। **দ্বিতীয় :** দলীলবিহীন ইত্তিবা। একে তাক্বলীদ বলা হয়। ইসলামী শরী'আতে দলীলসহ ইত্তিবা কাম্য এবং দলীলবিহীন ইত্তিবা নিষিদ্ধ। ছিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থগুলির হাদীছ সমূহের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা ও আমল করা দলীল সহ ইত্তিবা।

---

১৮১. যরবে মুমিন, ৩/১৫ সংখ্যা, ৯-১৫ই এপ্রিল ১৯৯৯ইং।
১৮২. ছিহাহ সিত্তাহ না বলে কুতুবে সিত্তাহ বলাই সঠিক-সম্পাদক।

প্রশ্ন-৪ : আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা কি তাক্বলীদ নয়?

জবাব : জি হাঁ, আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা তাক্বলীদ নয়। দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ জনতা তাদের আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। যেমন- রশীদ আহমাদ দেওবন্দী তাদের আলেম, মৌলভী মুজীবুর রহমান-এর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন। তাহ'লে কি দেওবন্দী আলেমগণ এটা বলবেন যে, রশীদ আহমাদ এখন মুজীবুর রহমানের মুক্বাল্লিদ হয়ে 'মুজীবী' হয়ে গেছেন?

যখন হানাফী ব্যক্তি স্বীয় মৌলভীর নিকট হ'তে মাসআলা জিজ্ঞেস করে হানাফীই (!) থেকে যায়, তখন এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, জিজ্ঞেস করাটা তাক্বলীদ নয়।

প্রশ্ন-৫ : আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে হানাফী বা শাফেঈ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন?

জবাব : কখনো নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন *(আলে ইমরান ৩/৩২)*।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেছেন,

ومن المعلوم ان الله سبحانه ما كلف احدا ان يكون حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا بل كلفهم ان يعملوا بالكتاب والسنة ان كانوا علماء وان يقلدوا العلماء اذا كانوا جهلاء-

'এটি জানা কথা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি এজন্য যে, সে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ বা হাম্বলী হৌক। বরং তাদেরকে বাধ্য করেছেন এজন্য যে, তারা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করুক যদি তারা আলেম হয়। আর জাহিল হ'লে আলেমদের তাক্বলীদ করুক'।[১৮৩]

মোল্লা আলী ক্বারীর এই স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হ'ল যে- (ক) আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে হানাফী ও শাফেঈ হওয়ার হুকুম দেননি। (খ) কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। (গ) জাহিলদের কর্তব্য হ'ল তারা আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে তার উপর আমল করবে।

১৮৩. শরহে আয়নুল ইলম ওয়া যায়নুল হিলম, ১/৪৪৬।

সতর্কীকরণ : মোল্লা আলী ক্বারী এখানে 'তাক্বলীদ করুক' শব্দটি ভুলভাবে ব্যবহার করেছেন। মাসআলা জিজ্ঞেস করা এবং তার উপর আমল করাকে তাক্বলীদ বলা হয় না। বরং ইত্তিবা ও ইক্তিদা বলা হয়। এজন্য ছহীহ শব্দ হল নিম্নরূপ- وأن يتبعوا العلماء إذا كانوا جهلاء- 'যদি তারা জাহিল হয় তাহ'লে আলেমদের অনুসরণ করবে'।

প্রশ্ন-৬ : আলেমের কাছ থেকে কিভাবে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হবে?

জবাব : সর্বপ্রথম কিতাব ও সুন্নাতের আলেম খুঁজতে হবে। তারপর তাঁর কাছে গিয়ে বা যোগাযোগ করে আদব ও সম্মানের সাথে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, এই মাসআলায় আমাকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুকুম বলুন বা কুরআন ও হাদীছ হ'তে জবাব দিন বা দলীল সহ জবাব দিন।

প্রশ্ন-৭ : মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে কি স্রেফ চারজন ইমামই গত হয়েছেন, নাকি অন্য ইমামও ছিলেন?

জবাব : মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে স্রেফ চারজন ইমামই গত হননি; বরং হাযারো ইমাম গত হয়েছেন। যেমন- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ, উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবাহ, সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর, হাসান বাছরী, সাঈদ বিন জুবায়ের, আওযাঈ, লায়েছ বিন সা'দ, বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, ইবনুল জারূদ প্রমুখ। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রহম করুন!

প্রশ্ন-৮ : এই ইমাম চতুষ্টয়ের পূর্বে লোকেরা কার তাক্বলীদ করত?

জবাব : তাঁদের আগে লোকেরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করত। কোন ধরনের তাক্বলীদ করত না।

প্রশ্ন-৯ : ইমামগণ কি নিজেদের তাক্বলীদ করার হুকুম দিয়েছেন?

জবাব : এই চারজন ইমাম কি নিজেদের তাক্বলীদ করার হুকুম দেননি। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করার হুকুম দিয়েছেন।

প্রশ্ন-১০ : এঁরা কি নিজেদের তাক্বলীদ করতে জনগণকে নিষেধ করেছেন?

জবাব : জি হাঁ, এই চারজন ইমাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা তাক্বলীদ থেকে লোকদেরকে নিষেধ করেছেন।

প্রশ্ন-১১ : চার ইমাম কার মুক্বাল্লিদ ছিলেন?

জবাব : কেউ কারু মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করতেন।

প্রশ্ন-১২ : সম্মানিত ইমাম চতুষ্টয় শ্রেষ্ঠ, নাকি খুলাফায়ে রাশেদীন? যখন উক্ত চারজন ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব তখন চার খলীফার তাক্বলীদ কেন ওয়াজিব নয়?

জবাব : খুলাফায়ে রাশেদীন উক্ত ইমাম চতুষ্টয় এমনকি সকল উম্মত থেকে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ। তবে না খুলাফায়ে রাশেদীনের তাক্বলীদ ওয়াজিব আর না অন্য কারো। হাদীছে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করার এবং তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা দলীলভিত্তিক ইত্তিবা বা অনুসরণ। চার ইমামের তাক্বলীদ ওয়াজিব আখ্যা দেয়া একেবারেই বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।

প্রশ্ন-১৩ : কুরআন মাজীদের সাত ক্বিরাআত এবং ফিক্বহী চার মাযহাব কি একই মর্যাদা রাখে?

জবাব : কুরআন মাজীদের সাত ক্বিরাআত রেওয়ায়াত হিসাবে নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ফিক্বহী চার মাযহাবের ভিতরের অনেক কিছু ইমামগণ এবং ইমামগণের অনুসারীদের রায়, ক্বিয়াস ও ইজতিহাদ সমূহকে শামিল করে। রায় ও রেওয়ায়াতের মাঝে আসমান ও যমীনের পার্থক্য। যেমন- 'আলিফ' একজন সত্যবাদী মানুষ। সে 'বা'-এর কাছে গিয়ে তাকে বলছে যে, আমাকে তোমার পিতা বলেছেন যে, আমার ছেলেকে দ্রুত বাড়িতে আসতে বলো। এটি হ'ল রেওয়ায়াত। 'বা' তার রেওয়ায়াত মেনে যদি দ্রুত বাড়ি চলে যায় তাহ'লে 'বা' তার পিতার আনুগত্য করল। 'আলিফ'-এর তো স্রেফ রেওয়ায়াতটি মানল। এই 'আলিফ'-ই তার বন্ধু 'বা'-কে বলছে যে, চলো বাযারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করি। এটি 'আলিফ'-এর রায় বা মতামত। এখন 'বা' মর্যি হ'ল সেটা মানবে অথবা মানবে না।

ইসলামী শরী'আতে সত্যবাদী রাবী বা বর্ণনাকারীর রেওয়ায়াত মানার হুকুম রয়েছে। কিন্তু একজনের রায় বা মত মান্য করা অন্য ব্যক্তির জন্য যরূরী নয়। হানাফী আলেমগণ ইমাম শাফেঈ এবং অন্যদের রায় ও ইজতিহাদ সমূহ

মানেন না। তারা স্রেফ নিজেদের মাযহাবের প্রদত্ত ফৎওয়াগুলিই গ্রহণ করার দাবীদার। ছহীহ সনদে প্রমাণিত ক্বিরাআত সমূহের কোন একটি ক্বিরাআত অস্বীকার করাও কুফরী। পক্ষান্তরে নবী ব্যতীত অন্য কারো ছহীহ সনদের রায়কে অস্বীকার করা না কুফরী আর না গোমরাহী। বরং জায়েয।

ছাহাবী ও তাবেঈগণের অসংখ্য প্রমাণিত এমন ফৎওয়া রয়েছে যেগুলি হানাফী আলেমগণ মানেন না। যেমন-

(ক) ইবনু ওমর (রাঃ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন।[১৮৪]

(খ) ইবরাহীম নাখঈ ও সাঈদ বিন জুবায়ের উভয়েই (কাপড়ের) মোযার উপর মাসাহ করতেন।[১৮৫]

(গ) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ঈদের ছালাতে বার তাকবীর বলেছিলেন।[১৮৬]

(ঘ) ত্বাউস (রহঃ) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। এর মাঝে বসতেন না। অর্থাৎ স্রেফ শেষ রাক'আতেই তাশাহহুদের জন্য বসতেন।[১৮৭]

এরকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যদি কোন একজন মুজতাহিদের কোন রায় না মানা 'লা মাযহাবিয়াত' হয় তাহ'লে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ নিশ্চিতরূপে 'লা মাযহাবী'। কেননা এরা ইমাম আবু হানীফা ও ফিক্বহে হানাফী ব্যতীত অন্য মুজতাহিদদের রায় ও ফৎওয়া সমূহকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'কিন্তু ইমাম ব্যতীত অন্য কারো উক্তির দ্বারা আমাদের উপর দলীল কায়েম করা বিবেক বর্জিত'।[১৮৮]

প্রশ্ন-১৪ : বুখারী ও মুসলিমের রাবী কি মুক্বাল্লিদ (তাক্বলীদকারী) ছিলেন?

জবাব : বুখারী ও মুসলিমের উছূলের (অর্থাৎ মৌলিক) রাবী নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোন আলেমের তাক্বলীদ করা

---

১৮৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ৩/২৯৬, হা/১১৩৮০, সনদ ছহীহ।
১৮৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ১/১৮৮, হা/১৯৭৭, ১/১৮৯, হা/১৯৮৯।
১৮৬. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, ১/১৮০, হা/৪৩৫।
১৮৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ৩/২৭, হা/৪৬৬৯, সনদ ছহীহ।
১৮৮. ঈযাহুল আদিল্লাহ, পৃঃ ২৭৬।

কিতাব, সুন্নাত, ইজমা ও আছারে সালাফে ছালেহীন দ্বারা প্রমাণিত নেই। ইমাম ইবনু হাযম ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমের অসংখ্য রাবীর নাম লিখেছেন, যারা তাক্বলীদ করতেন না। যেমন- আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক্ব বিন রাহাওয়াইহ, আবু উবায়েদ, আবু খায়ছামাহ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া আয-যুহলী, আবুবকর বিন আবী শায়বাহ, উছমান বিন আবী শায়বাহ, সাঈদ বিন মানছূর, কুতায়বা, মুসাদ্দাদ, আল-ফযল বিন দুকায়েন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না, ইবনু নুমায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা, সুলায়মান বিন হারব, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আব্দুর রাযযাক, ওয়াকী', ইয়াহ্ইয়া বিন আদম, ইবনুল মুবারক, মুহাম্মাদ বিন জা'ফর, ইসমাঈল বিন উলাইয়াহ, 'আফ্ফান, আবু 'আছেম আন-নাবীল, লায়েছ বিন সা'দ, আওযাঈ, সুফিয়ান ছাওরী, হাম্মাদ বিন যায়েদ, হুশায়েম, ইবনু আবী যি'ব প্রমুখ।[১৮৯]

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের রাবীগণের মধ্য হ'তে কোন একজন রাবীরও মুক্বাল্লিদ হওয়া প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন-১৫ : আহলেহাদীছ কাকে বলে?

জবাব : দু' ধরনের লোকদেরকে আহলেহাদীছ বলা হয়। (ক) মুহাদ্দিছীনে কেরাম (সম্মানিত মুহাদ্দিছগণ)। (খ) হাদীছের অনুসরণকারী (অর্থাৎ মুহাদ্দিছীনে কেরামের অনুসারী সাধারণ জনতা)।[১৯০]

মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাক্বলীদ করতেন না।[১৯১]

আল্লামা সুয়ূত্বী লিখেছেন, لَيْسَ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ أَشْرَفَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا إِمَامَ لَهُمْ غَيْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– 'আহলেহাদীছদের জন্য এর চেয়ে অধিক মর্যাদা আর নেই। কেননা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া তাদের আর কোন ইমাম নেই'।[১৯২]

---

১৮৯. সুয়ূত্বী, আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭।
১৯০. দেখুন : ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৯৫।
১৯১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ২০/৪০; আর-রদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল 'আরয, পৃঃ ১৩৬, ১৩৭।
১৯২. তাদরীবুর রাবী, ২/১২৬, ২৭তম প্রকার।

প্রশ্ন-১৬ : فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ *(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)* আয়াতের মর্ম ও অনুবাদ কি?

জবাব : অনুবাদ : 'যদি তোমাদের জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর'।

মর্ম : প্রতীয়মান হ'ল যে, লোকদের দু'টি প্রকার রয়েছে- (ক) আহলে যিকর অর্থাৎ আলেমগণ। (খ) لاَ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ।

সাধারণ মানুষের উপর আবশ্যক হ'ল যে, দু'টি শর্তের ভিত্তিতে আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করবে। (ক) কুরআন ও হাদীছ-এর উপর আমলকারী আলেম হবেন। তাক্বলীদপন্থী হবেন না। (খ) এটি জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমাকে কুরআন ও হাদীছ থেকে মাসআলা বলে দিন। অথবা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান বলে দিন।

সাধারণ মানুষের আলেমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাক্বলীদ নয়। যেমনটি পূর্বে গত হয়েছে। প্রচলিত অর্থেও একে তাক্বলীদ মনে করা হয় না। কেননা দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের সাধারণ জনতা তাদের মৌলভীদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করে এবং তার উপর আমল করে। আর এটা কেউই বলেন না যে, সে তার অমুক অমুক মৌলভী- যার কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছে, তার মুক্বাল্লিদ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন-১৭ : শিক্ষকের নিকট পড়া কি তাক্বলীদ?

জবাব : শিক্ষকের নিকট পড়া তাক্বলীদ নয়। আর না কেউ একে তাক্বলীদ বলেছেন। যেমন- গোলামুল্লাহ খান দেওবন্দীর নিকটে অধ্যয়নকারী ছাত্রদেরকে কোন দেওবন্দীও গোলামুল্লাহ খানের মুক্বাল্লিদ বলেন না। বরং নিজেদের দেওবন্দী আক্বীদায় বিশ্বাসী বা হানাফীর শিষ্য হানাফীই মনে করেন।

প্রশ্ন-১৮ : وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ আয়াতের অনুবাদ ও মর্ম কি?

জবাব : অনুবাদ : 'আনুগত্য কর তাদের পথের, যারা আমার প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

মর্ম : 'আনুগত্য'-র দু'টি প্রকার রয়েছে। (ক) দলীল সহ আনুগত্য (খ) দলীলবিহীন আনুগত্য।

Contents

এখানে দলীলসহ আনুগত্য উদ্দেশ্য, যা তাক্বলীদ নয়। এই দাবী করা যে, লোক্বমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে চোখ বন্ধ করে নবী ব্যতীত অন্যের দলীলবিহীন কথার অন্ধের মত তাক্বলীদ করার নির্দেশ দিয়েছেন- একেবারেই বাতিল এবং মিথ্যা কথা।

ইমাম ইবনু কাছীর (মৃঃ ৭৭৪ হিঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ মুমিনদের রাস্তার আনুগত্য কর'।[১৯৩]

সুতরাং প্রতীয়মান হ'ল যে, এই আয়াত দ্বারা ইজমার দলীল হওয়া প্রমাণিত আছে। *আলহামদুলিল্লাহ*।

প্রশ্ন-১৯ : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতদ্বয়ের অনুবাদ ও মর্ম কি?

জবাব : অনুবাদ : 'তুমি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এমন ব্যক্তিদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ' *(ফাতিহা ১/৫-৬)*।

মর্ম : এখানে আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত সব মানুষের পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কতিপয় পুরস্কার প্রাপ্তের কথা নয়। এজন্য এই আয়াতে কারীমা দ্বারা ইজমার দলীল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এটি সাধারণ মানুষেরও জানা আছে যে, রবের পুরস্কার প্রাপ্তদের (নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎ লোকদের) পথ হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা। চোখ বন্ধ করে নবী ব্যতীত অন্য কারো দলীলবিহীন ও প্রমাণ ব্যতীত আনুগত্য করা নয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারাও তাক্বলীদের খণ্ডনই প্রমাণিত রয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

প্রশ্ন-২০ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا-

আয়াতের অনুবাদ ও মর্ম কি?

১৯৩. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৫/১০৬।

জবাব : অনুবাদ : ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ *(নিসা ৪/৫৯)*।

...এর দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণিত হয়নি। আয়াতের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ হারাম। কেননা সকল মতানৈক্য ও বিবাদের ক্ষেত্রে কোন আলেম বা ফক্বীহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম নেই। বরং স্রেফ আল্লাহ (কুরআন) এবং রাসূল (হাদীছ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার হুকুম রয়েছে। *(সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ, ১২ই ছফর ১৪২৬ হিজরী)।*

তাক্বলীদে শাখছীর ক্ষতিসমূহ

এক্ষণে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থের শেষে তাক্বলীদে শাখছীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি পেশ করা হ’ল-

(১) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে কুরআন মাজীদের বরকতময় আয়াত সমূহকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন- কারখী হানাফী (মুক্বাল্লিদ) বলেছেন, اَلأَصْل أَن كل آيَة تخَالف قَولَ أَصْحَابنا فَإِنَّهَا تحمل على النّسخ أَو على التَّرْجِيح– وَالْأولَى أَن تحمل على التَّأْوِيل من جِهَة التَّوْفِيق ‘আসল কথা এই যে, প্রতিটি আয়াত যা আমাদের সাথীদের (হানাফী ফক্বীহদের) বিপরীত, সেটিকে মানসূখ (রহিত) রূপে গণ্য করতে হবে অথবা দুর্বল মনে করতে হবে। উত্তম এই যে, সমন্বয় করতে গিয়ে তার তাবীল বা দূরতম ব্যাখ্যা করতে হবে’।[১৯৪]

(২) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে ছহীহ হাদীছ সমূহকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন- উল্লেখিত কারখী লিখেছেন,

الاصل ان كل خبر يجي بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل علي النسخ او علي انه معارض بمثله ثم صار الي دليل اخر–

১৯৪. উছূলে কারখী, পৃঃ ২৯।

'আসল কথা হ'ল যে, প্রত্যেকটি হাদীছ যেটি আমাদের সাথীদের বক্তব্যের বিপরীতে আসবে সেটিকে রহিত কিংবা তদ্রুপ অন্য বর্ণনার বিরোধী মনে করতে হবে। অতঃপর অন্য দলীলের দিকে ধাবিত হ'তে হবে'।[১৯৫]

ইউসুফ বিন মূসা আল-মালাত্বী হানাফী (৭২৬-৮০৩ হিঃ) বলেছেন, من نظر في كتاب البخاري تزندق– 'যে ব্যক্তি ইমাম বুখারীর কিতাব (ছহীহ বুখারী) পড়ে সে যিনদীক্ব (নাস্তিক) হয়ে যায়'।[১৯৬]

(৩) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে বহু জায়গায় ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেমন- 'খায়রুল কুরূন' বা স্বর্ণ যুগে এর উপর ইজমা রয়েছে যে, তাক্বলীদে শাখছী নাজায়েয।[১৯৭] কিন্তু মুক্বাল্লিদ আলেমগণ দিন-রাত তাক্বলীদে শাখছীর গান গেয়েই যাচ্ছেন।

(৪) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে সালাফে ছালেহীনের সাক্ষ্যসমূহ এবং তাহকীকগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে অনেক সময় খোলাখুলিভাবে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করা হয়। যেমন- হানাফী মুক্বাল্লিদদের গ্রন্থ উছূলে শাশী-তে আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ইজহিতাদ ও ফৎওয়া প্রদানের মর্যাদা থেকে বের করে দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, وعَلى هَذَا ترك أَصْحَابُنَا رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ 'আর এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের সাথীগণ আবু হুরায়রার রেওয়ায়াতকে বর্জন করেছেন'।[১৯৮]

এক হানাফী মুক্বাল্লিদ যুবক শত শত বছর পূর্বে বাগদাদের জামে মসজিদে বলেছিলেন, أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُوْلِ الحَدِيْثِ 'আবু হুরায়রার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য'।[১৯৯]

---

১৯৫. উছূলে কারখী, পৃঃ ২৯, মূলনীতি-৩০।
১৯৬. ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব, ৭/৩৯।
১৯৭. দ্রঃ আন-নুবযাতুল কাফিয়াহ, পৃঃ ৭১।
১৯৮. উছূলুশ শাশী মা'আ আহসানিল হাওয়াশী, পৃঃ ৭৫।
১৯৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২/৬১৯; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৪/৫৩৮; দুমায়রী, হায়াতুল হায়ওয়ান, ১/৩৯৯।

(৫) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে তাক্বলীদপন্থীগণ এটা মনে করেন যে, কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াতের মাঝে বিরোধ হ'তে পারে। যেমন- মোল্লা জিউন হানাফী লিখেছেন, لان الآيتين إذا تعارضا تساقطتا 'কেননা যখন দু'টি আয়াত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়, তখন দু'টিই বাতিল হয়ে যায়'।[২০০]

অথচ কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহের মাঝে আদতেই কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। আর না কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের মাঝে কোন প্রকারের বৈপরীত্য রয়েছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

(৬) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে তাক্বলীদপন্থীরা স্বীয় মুক্বাল্লিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ফৎওয়া পর্যন্ত দিয়ে দেয়। যেমন- দামেশকের বিচারপতি মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-বালাসাগূনী হানাফী হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, لو كان لي أمر لاخذت الجزية من الشافعية– 'যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকত তবে আমি শাফেঈদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতাম'।[২০১]

ঈসা বিন আবুবকর বিন আইয়ূব হানাফীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তুমি কেন হানাফী হয়ে গেলে, অথচ তোমার পুরা বংশ শাফেঈ? তখন তিনি উত্তর দেন, أترغبون عن أن يكون فيكم رجل واحد مسلم 'তোমরা কি এটা চাও না যে, ঘরে একজন মুসলমান থাকুক'?[২০২]

হানাফীদের একজন ইমাম আস-সাফফারদারী বলেছেন, لا ينبغي للحنفية ان يزوج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم– 'হানাফীর উচিৎ নয় যে, সে তার মেয়েকে শাফেঈ মাযহাবের কোন লোকের সাথে বিবাহ দিবে। কিন্তু তাদের মেয়েকে বিবাহ করবে'।[২০৩] অর্থাৎ শাফেঈ মাযহাবের মানুষ হানাফীদের নিকটে আহলে কিতাব (ইহূদী ও নাছারা)-এর হুকুমে।[২০৪]

---

২০০. নূরুল আনওয়ার মা'আ ক্বমারিল আক্বমার, পৃঃ ১৯৩।
২০১. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল, ৪/৫২।
২০২. আল-ফাওয়াইদুল বাহিইয়াহ, পৃঃ ১৫২, ১৫৩।
২০৩. ফাতাওয়া বায্যাযিয়াহ 'আলা হামিশি ফাতাওয়া আলমগীরিয়াহ, ৪/১১২।
২০৪. আল-বাহরুর রায়েক্ব ২/৪৬।

(৭) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে হানাফী ও শাফেঈরা পরস্পরের সাথে রক্তাক্ত যুদ্ধ করেছে। একজন আরেকজনকে হত্যা করেছে, দোকানপাট লুট করেছে এবং মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে।[২০৫]

হানাফী ও শাফেঈদের মাঝে পারস্পরিক উক্ত কঠিন লড়াই এবং হত্যা ও যুদ্ধ সত্ত্বেও আশরাফ আলী থানবী ছাহেব লিখেছেন, 'যদি কারণ এটাই হ'ত তবে হানাফী ও শাফেঈর কখনো বনিবনা হ'ত না। লড়াই-দাঙ্গা চলতেই থাকত। অথচ সর্বদা মিল ও ঐক্য ছিল'।[২০৬]

(৮) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে মানুষ হক ও ইনছাফ এবং দলীল মানে না। বরং অন্ধের মতো স্বীয় কল্পিত ইমামের দলীলবিহীন আনুগত্যে পেরেশান থাকে। একজন একটি হাদীছকে শক্তিশালী (অর্থাৎ ছহীহ) স্বীকার করেও এর জবাবে চৌদ্দ বছর লাগিয়ে দিয়েছেন।[২০৭]

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী বলেন,

الحق والانصاف ان الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة-

'হক ও ইনছাফ এই যে, এই মাসআলায় ইমাম শাফেঈর অগ্রাধিকার রয়েছে। আর আমরা মুক্বাল্লিদ। আমাদের উপর আমাদের ইমাম আবু হানীফার তাক্বলীদ করা ওয়াজিব'।[২০৮]

আহমাদ ইয়ার নাঈমী ব্রেলভী বলেছেন, 'কেননা এই বর্ণনাসমূহ হানাফীদের দলীল নয়। তাদের দলীল স্রেফ ইমামের কথা'।[২০৯]

(৯) তাক্বলীদে শাখছীর কারণে গোঁড়া মুক্বাল্লিদগণ বায়তুল্লাহতে চার মুছাল্লা বানিয়েছিল। যে সম্পর্কে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী ছাহেব বলেছেন, 'অবশ্য চার মুছাল্লা যা মক্কা মু'আয্যামায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল নিঃসন্দেহে এটি নিকৃষ্ট

---

২০৫. বিস্তারিত দ্রঃ ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান ১/২০৯ 'ইস্পাহান', ৩/১১৭ 'রায়'; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ৯/৯২, ৫৬১ হিজরী শতকের ঘটনাপ্রবাহ।

২০৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৫৬২।

২০৭. দেখুন : আল-আরফুশ শাযী, ১/১০৭।

২০৮. তাক্বরীরে তিরমিযী, পৃঃ ৩৬।

২০৯. জা-আল হক, ২/৯।

বিষয় যে, জামা'আতের পুনরাবৃত্তি এবং বিছিন্নতার কারণে এটা আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল যে, একটি জামা'আত চলার সময় অন্য মাযহাবের লোকজন বসে থাকত, জামা'আতে শরীক হত না এবং হারাম কাজের পাপী হত'।[২১০]

(১০) তাক্বলীদের কারণে মুক্বাল্লিদ আলেমগণ তাদের বিরোধীদের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেও লজ্জা করেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাপারেও নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলতে থাকেন। যেমন- একজন فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ আয়াতের শেষে (وإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) বৃদ্ধি করে এই ঘোষণা দিয়েছেন, 'ঐ কুরআনের উপরোল্লেখিত আয়াতটিতে আমি অক্ষমও মওজুদ আছি'।[২১১]

আহলেহাদীছ সম্পর্কে আশরাফ আলী থানভী ছাহেব লিখেছেন, 'এবং দ্বিতীয় বার তারাবীহ চালু করার কারণে হযরত ওমর (রাঃ)-কে বিদ'আতী বলে'।[২১২]

অথচ আহলেহাদীছের দায়িত্বশীল আলেমগণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্য হ'তে কারো পক্ষ থেকেই সুন্নাতের অনুসারী ওমর ফারূক (রাঃ)-এর উপর 'বিদ'আতী'র ফৎওয়া দেওয়া প্রমাণিত নেই। আমরা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে গোমরাহ ও শয়তান মনে করি, যে ওমর (রাঃ)-কে বিদ'আতী বলে।

এছাড়া তাক্বলীদে শাখছীর আরো অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন- ফিরক্বাপূজা, বিদ'আতপূজা, বাড়াবাড়ি, কঠিন গোঁড়ামি এবং তাহক্বীক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি।

এ সকল রোগের স্রেফ একটিই চিকিৎসা রয়েছে যে, কিতাব ও সুন্নাত এবং ইজমার উপর সালাফে ছালেহীনের বুঝের আলোকে আমল করা। আল্লাহই তাওফীক দাতা। *(১৩ই রবীউল আউয়াল ১৪২৭ হিঃ)।*

॥ সমাপ্ত ॥

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

---

২১০. তালীফাতে রশীদিয়াহ, পৃঃ ৫১৭।
২১১. মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী, ঈযাহুল আদিল্লাহ, পৃঃ ৯৭।
২১২. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪/৫৬২।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৭.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্‌র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=) **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ‘আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=) **২.** জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**